Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Ashar 30, 1433 Bangla, July 14, 2026, Tuesday, No. 189, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has announced that 41 lakh families will be brought under Family Card programme within a year. [Jago FM: 17]

Prime Minister has urged countrymen to keep environment clean to make Bangladesh livable. [R. Today: 26]

Death toll in flood has risen to 54 in country, over 6 lakh affected in floods and landslides. [BBC: 20]

Disaster Management and Relief Ministry has allocated over Tk 4 crore and 8,950 metric tonnes of rice for flood victims across country. [Jago FM: 16]

Health and Family welfare Ministry has cancelled leave for healthcare workers in 11 flood-affected districts to ensure uninterrupted medical services. [R. Today: 28]

Malaysian Immigration Department has detained 503 undocummented foreigners in different raids. [Jago FM: 17]

UN CHIEF has expressed deep concern for renewed military confrontations in Gulf region urging all parties to exercise maximum restraint. [BBC: 31]

UK is banning support for Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps for threat to national security. [BBC: 10]

At least 28 people have been killed in fire at bar in Thai capital Bangkok. [BBC: 30]

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
আষাঢ় ৩০, বাংলা ১৪৩৩, জুলাই ১৪, ২০২৬, মঙ্গলবার, নং- ১৮৯, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

আগামী বছরের মধ্যে ৪১ লাখ পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ডের আওতায় নেওয়ার ঘোষণা দিলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। [জাগো এফএম: ১৭]

বাংলাদেশকে বাসযোগ্য করে তুলতে পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর। [রে. টুডে: ২৬]

বন্যা ও পাহাড়ধসে দেশে ৫৪ জনের মৃত্যু, ক্ষতিগ্রস্ত ৬ লাখেরও বেশি মানুষ। [জাগো এফএম: ২০]

বন্যার্তদের সহায়তায় জন্য ৪ কোটিরও বেশী টাকা ও ৮ হাজার ৯৫০ টন চাল বরাদ্দ দিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়। [জাগো এফএম: ১৬]

বন্যাকবলিত ১১ জেলায় নিরবচ্ছিন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যকর্মীদের সব ধরনের ছুটি বাতিলের কথা জানালেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী। [রে. টুডে: ২৮]

মালয়েশিয়াজুড়ে যৌথ অভিযানে ৫০৩ অবৈধ অভিবাসী আটক। [জাগো এফএম: ১৭]

উপসাগরীয় অঞ্চলে পুনরায় সামরিক সংঘাত নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ জাতিসংঘ প্রধানের, সকল পক্ষকে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শনের আহ্বান। [বিবিসি: ৩১]

ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ডকে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে উল্লেখ করে সমর্থন নিষিদ্ধ করছে যুক্তরাজ্য। [বিবিসি: ১০]

থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের একটি পানশালায় অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ২৮ জন নিহত। [বিবিসি: ৩০]

বিবিসি

সংবিধান সংশোধনে সংসদে বিশেষ কমিটি, বিরোধী দলের ওয়াকআউট

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন করে সংসদে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য জাতীয় সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি গঠনের বিরোধিতা করে সংসদ থেকে বিরোধী দলের সদস্যরা বিরোধী দলীয় নেতা শফিকুর রহমানের নেতৃত্বে ওয়াকআউট করেছে। এর আগে, কমিটির গঠনের প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন চিফ হুইপ মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম। তিনি বলেন, জুলাই সনদ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়নে সরকার বদ্ধপরিকর এবং সে অনুযায়ী সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের সদস্যদের সমন্বয়ে সংবিধান সংশোধন সম্পর্কিত কমিটি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছেন তারা। তিনি বলেন, বিরোধী দলের নেতাদের সাথে যোগাযোগ করে এ অধিবেশনে নাম পাঠানোর আশ্বাসের প্রেক্ষিতে এই কমিটি গঠন বিলম্বিত হয়েছে। "ইতোমধ্যে কয়েক দফায় তাদের সাথে কথা হয়েছে। কিন্তু তারা নাম দেননি। আমি বিরোধী দলের জন্য ৫টি পদ শূন্য রেখে ১২ সদস্যের কমিটি গঠনের প্রস্তাব করছি," সংসদে বলেছেন তিনি। তিনি জানান, সংসদের এই বিশেষ কমিটিতে বিএনপি থেকে ৭ জন, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি, গণসংহতি আন্দোলন, গণঅধিকার পরিষদ, ইসলামী আন্দোলন ও স্বতন্ত্র থেকে ১ জন করে এবং বিরোধী দল থেকে ৫ জন সদস্য থাকবেন। চিফ হুইপ সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য সুপারিশ প্রণয়ণ করে সংসদে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য ১২ সদস্যের যে বিশেষ কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন, তাতে সালাহউদ্দিন আহমদকে সভাপতি করা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন - নূরুল ইসলাম, মো. আসাদুজ্জামান, জয়নাল আবেদীন, জুনায়েদ আব্দুর রহিম সাকী, আন্দালিব রহমান, নূরুল হক, মীর হেলাল উদ্দীন, ফারজানা শারমিন, শাকিলা ফারজানা, মোহাম্মদ মাহমুদুল হক রুবেল ও মোহাম্মদ অলিউল্লাহ। চিফ হুইপ কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেওয়ার পর ফ্লোর নেন বিরোধী দলীয় নেতা ও জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, "এটি সত্যি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও চিফ হুইপ কয়েক দফায় আমাদের সাথে বসেছেন। আমরা বলিনি যে, আমরা নাম দেবো। আমরা ধারণাগত দিক থেকে এটা গ্রহণ করিনি। আমরা জাতির কাছে ওয়াদাবদ্ধ। আমরা এই কমিটিতে অংশ নেব না। জনগণের রায়কে সম্মান না জানানোর প্রতিবাদে আমরা ওয়াকআউট করছি"। বিরোধী দলের ওয়াকআউটের পর ফ্লোর নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, "গণভোটের গণরায়কে সম্মান দিতে হলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। তার পর সবাই রাজি হলে সংবিধান সংস্কার পরিষদ হতে পারে। কিন্তু সেটিও তাদের সংবিধান সংশোধন সম্পর্কিত কমিটিতে এসে বলতে হবে।" "বাংলাদেশ ও মানুষের প্রত্যাশায় পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল করতে চাই। এখানে বাতিল না করলে সংশোধন বাতিল না করে সে সংশোধনীর ওপর ভিত্তি করে চলতে হবে। সুতরাং সংবিধান সংশীধন ছাড়া জাতিকে এগিয়ে নেওয়া যাবে না," বলেছেন মি.আহমদ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটি শক্তিশালী সংবিধান সংশোধন বিল যাতে সংসদে আনা যায়, সেজন্য বিরোধী দলের সহযোগিতা কামনা করে বলেন, বিশেষজ্ঞসহ সবার সাথে আলোচনা করেই সংবিধান সংশোধন বিল তৈরি করে সংসদে আনা হবে। পরে কণ্ঠভোটে বিশেষ কমিটি গঠনের প্রস্তাব পাস হয়।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৩.০৭.২০২৬ নারগীস)

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণার অর্থ ব্যয়ের কর্তৃত্ব নিয়ে কী হচ্ছে

বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থ বরাদ্দের কর্তৃত্ব নিয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসি। গবেষণায় বরাদ্দ দেওয়ার প্রচলিত পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনায় বিরোধের পাশাপাশি ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষকদের মধ্যে। মঞ্জুরি কমিশন ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে, আগে গবেষণার জন্য সরকারি অনুদানের অংশ ইউজিসির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় পেত এবং তারাই বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমে সে অর্থ বিতরণ করতো। কিন্তু চলতি বছর সরকার ইউজিসির মাধ্যমে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বলছে, সরকারের নতুন সিদ্ধান্ত গবেষণা কার্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষকদের স্বাধীনতাকে সংকুচিত করবে। তাদের মতে, গবেষণার বিশাল কার্যক্রম দেখ-ভাল করার সক্ষমতাই মঞ্জুরি কমিশনের নেই। যদিও মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মামুন আহমেদ বলছেন যে, তারা ইতোমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। "উপাচার্যদের একটি টিম নিয়ে কমিশনের অর্থ ও রিসার্চ বিভাগ একটি নীতিমালা তৈরি করবে যাতে সরকারের সিদ্ধান্ত ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বাতন্ত্রতা, দুটি বিষয়ই সমুন্নত থাকে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন অধ্যাপক আহমেদ। শিক্ষা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. এস এম হাফিজুর রহমান বলছেন, গবেষণার অর্থ ব্যয়ের এখতিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে সরিয়ে নিলে অর্থ ছাড় করাকে কেন্দ্র আমলাতান্ত্রিক জটিলতার সূচনা করবে এবং এটি গবেষকদের জন্য নেতিবাচক হবে।

গবেষণায় বরাদ্দ এতদিন যেভাবে হতো

যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থা কোয়াককোয়ারেলি সায়মন্ডস (কিউএস) প্রতিবছর বিশ্বের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর র্যাঙ্কিং প্রকাশ করে। ২০২৬ সালে কিউএস গ্লোবাল র্যাঙ্কিং অনুযায়ী এশিয়ার সেরা ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বাংলাদেশের কোনো প্রতিষ্ঠানের নাম নেই। সেরা দুশোর মধ্যে জায়গা পেয়েছে বুয়েট ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা ও গবেষণার মান নিয়ে সবসময় প্রশ্ন থাকলেও, মাঝে মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের গবেষণাকর্ম আন্তর্জাতিক জার্নালেও প্রকাশ হতে দেখা যায়। শিক্ষকরা মনে করেন, গবেষণার জন্য সময়, সুযোগ ও অর্থের সংস্থান কম থাকাটাই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত মানসম্পন্ন গবেষণা না হওয়ার জন্য দায়ী। ইউজিসির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬-২৭ অর্থবছরের কমিশনের মূল বাজেটে গবেষণা খাতে ২৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বলছে, এখানকার গবেষণা কার্যক্রমের জন্য এতদিন মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে যে বরাদ্দ আসতো, সেটি সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ছাড় হতো। "মূলত ডিনদের মাধ্যমে আবেদনগুলো ফ্যাকাল্টিতে জমা পড়ার পর সেগুলো যাচাই-বাছাই করত একটি কমিটি। গবেষণা প্রজেক্ট ও মেধার ভিত্তিতে যাচাইয়ের পর সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হতো। অনুমোদন পাওয়ার পর প্রশাসন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের নামে বরাদ্দকৃত অর্থের দুই তৃতীয়াংশ মঞ্জুর করতো,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক শামসুল আলম। মি.আলম জানান যে, এরপর গবেষণা শেষ তা কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া ও সেমিনারে উপস্থাপন করার বাধ্যবাধকতা ছিল। এরপরেই চূড়ান্ত কিস্তির টাকা পেতেন শিক্ষকরা।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কী বলছে

সম্প্রতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনে গবেষণায় বরাদ্দের নতুন নিয়মের বিরোধিতা করেছেন শিক্ষকরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. মো. আল মোজাদ্দেদী আলফেছানী বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, তারা আগের মতোই গবেষণার বরাদ্দ পেতে চান। "আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৭টি গবেষণা ব্যুরো ও সেন্টার আছে। শিক্ষকরা স্বাধীনভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এখান থেকে এমএস, এমফিল ও পিএইচডি হয়। এগুলো তদারকি করার সামর্থ্য তো ইউজিসির নেই। আমরা মনে করি, বিশ্ববিদ্যালয়কে আগের মতো বরাদ্দ দেওয়া অব্যাহত রাখলে এসব কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যাবে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। তার মতে, গবেষণা বরাদ্দে বাধা আসলে, সেটিকে তারা স্বাধীনভাবে গবেষণা কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ বলেই মনে করবেন। "আগের মতো বরাদ্দ না এলে গবেষণা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। আমরা তাদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছি যে, গবেষণা সেন্টার থেকে শুরু করে কীভাবে আমরা এই অর্থ ব্যয় করি,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক শামসুল আলম বলছেন, সরকারের নতুন সিদ্ধান্তের কারণে গবেষণা কার্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে স্বাধীন ভূমিকা ছিল, তা সংকুচিত হবে। "এটি শিক্ষকদের ক্ষুব্ধ করেছে। আমাদের মনে হচ্ছে অর্থ মন্ত্রণালয় ও মঞ্জুরি কমিশনের কেউ কেউ খবরদারি করতে চাইছে, যা শিক্ষকদের উদ্বিগ্ন করছে। গবেষণার সামান্য টাকার জন্য শিক্ষকরা কি ইউজিসির বারান্দায় বারান্দায় ঘুরবে?„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন মি. আলম। শিক্ষা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ড. এস এম হাফিজুর রহমানও বলছে, গবেষণার অর্থ বরাদ্দ ইউজিসির হাতে গেলে বরাদ্দ ছাড়ের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা তৈরি হবে। "মঞ্জুরি কমিশন এখন যা আছে, সেটাই তদারকি করতে পারছে না। আবার গবেষণার জন্য এদেশে ফান্ডিং এমনিতেই যথাযথ পাওয়া যায় না। ভালো গবেষণার জন্য আরও দরকার। আরও বেশি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হলে সেটি গবেষকদের জন্য নেতিবাচক হবে,„ বলছিলেন মি. রহমান। মামুন আহমেদ বলছেন, গত ৯ জুলাই তিনি উপাচার্যদের সাথে এ বিষয়ে যে বৈঠক করেছেন, সেখানে তিনি আশ্বস্ত করেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাকাডেমিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করার কোনও সম্ভাবনাই নেই। "এই অর্থ ছাড়ের নীতিমালা করবো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে আলোচনা করেই। তার ভিত্তিতেই অর্থ ছাড় হবে। তাই এ নিয়ে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই,„ বলছিলেন তিনি। এর আগে, ইউজিসির এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "গবেষণা খাতে দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, গবেষণা প্রকল্পে অর্থায়ন পদ্ধতি আরও সহজ, স্বচ্ছ ও গবেষক-বান্ধব করা হয়েছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অ্যাকাডেমিক স্বাধীনতা, প্রাতিষ্ঠানিক স্বকীয়তা, গবেষণার অগ্রাধিকার ও বিষয়ভিত্তিক বৈচিত্র্য ক্ষুণ্ণ হবে না।„ (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৩.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

ঢাকায় বিমানবন্দরে মরদেহ ছাড় করাতে বিলম্ব, হেনস্তার অভিযোগ কতটা সত্যি

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের ওমর ফারুক সৌদি আরবের রিয়াদে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন। কয়েকদিনের তৎপরতায় ও দূতাবাস কর্মকর্তাদের সহায়তায় তার মরদেহ ঢাকায় এসে পৌঁছেছিল গত ডিসেম্বরের একদিন রাত ২টায়। সেই মরদেহ তার স্বজনরা ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বুঝে পেয়েছিল পরদিন বেলা ৪টায়। "ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে লাশ নিতেই পারছিলাম না। কাগজের জটিলতা। একবার বলে এটা লাগবে, একবার এই রুম- আরেকবার ওই রুম, চেয়ারম্যানের কাগজ তো ওয়ারিশ সার্টিফিকেট। এমন নানা কাহিনীর কারণে লাশটা এয়ারপোর্টেই ছিল ১৪ ঘণ্টা। এরপর আমরা নিয়ে দাফন করতে পারলাম,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তার ভায়রা নুর

ইসলাম। দুর্ঘটনা ছাড়াও প্রবাসে অনেকের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। সাধারণত বিদেশে বাংলাদেশ মিশন ও বাংলাদেশি কমিউনিটি মরদেহ দেশে পাঠাতে সহায়তা করেন। কিন্তু মরদেহ ঢাকায় পৌঁছানোর পর বিমানবন্দর থেকে তা গ্রহণের ক্ষেত্রে মৃতের স্বজনরা জটিলতার মুখে পড়েন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগও পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক মো . আসাদুজ্জামান অবশ্য বিবিসি বাংলাকে বলছেন, প্রবাসী কর্মীদের মরদেহ দেশে এসে পৌঁছানোর পর, তা গ্রহণে অহেতুক বিলম্ব কিংবা এই প্রক্রিয়ায় হেনস্তার কোনো সুযোগ এখন আর নেই। তিনি জানান , বিদেশে কোনো প্রবাসী কর্মীর মৃত্যুর হলে যেভাবেই তিনি মৃত্যুবরণ করুন না কেন , দেশে আসা মাত্রই মরদেহ পরিবারকে হস্তান্তর এবং প্রতিটি পরিবারকে ৩৫ হাজার টাকার চেক তাৎক্ষণিকভাবে হস্তান্তর করা হয়।

তারপরেও অভিযোগ কেন

গত ১৮ এপ্রিল ভিন্ন-ভিন্ন ফ্লাইটে কুয়েত, মালয়েশিয়া ও লিবিয়া থেকে ৩৪ জন প্রবাসী বাংলাদেশির মরদেহ ঢাকায় এসে পৌঁছানোর তথ্য দিয়েছিল প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ে র এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছিল যে, "এই ৩৪ জনের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে মরদেহগুলো দীর্ঘদিন সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে আটকে ছিল। „ ওই বিজ্ঞপ্তিতেই বলা হয়েছিল যে , মরদেহগুলো পরিবারের কাছে হস্তান্তরের সময় সরকারের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে দাফন ও অন্যান্য খরচ বাবদ প্রতিটি পরিবারকে ৩৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। যদিও সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর সাথে কাজ করেছেন এমন অনেকে ধারণা দিয়েছেন যে , সাধারণত গ্রাম এলাকা থেকে লোকজন স্বজনদের মরদেহ গ্রহণ করতে এসে কিছুটা বিপাকে পড়েন। "অনেক সময় তারা প্রক্রিয়াগুলো বুঝতে পারেন না। বিশেষ করে কিছু কাগজপত্র জমা দিতে হয়, যেগুলো নিয়ে অনেক সময় সমস্যা তৈরি হয়, এর সুযোগ নেয় বিমানবন্দরের ভেতরে থাকা একটি চক্র। তবে সরকারি সংস্থা কিংবা অভিবাসন নিয়ে সহায়তা করা বেসরকারি সং স্থাগুলোর নজরে এলে তারা সহায়তা করে থাকেন। বিশেষ করে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো বা বিএমইটির সার্টিফিকেট যাদের থাকে , তাদের মরদেহ স্বজনদের নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যাই হয় না ,„ বলছিলেন একজন কর্মকর্তা। মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে যে , প্রবাসী কর্মীদের মরদেহ গ্রহণে সহযোগিতার পাশাপাশি ঢাকায় পৌঁছানোর পর বিনামূল্যে দেশের যে -কোনো প্রান্তে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। "শুধু ঢাকা নয়, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমানবন্দর থেকেও এখন প্রবাসীদের লাশ বিনা খরচে পাঠানো যাবে,„ বলেছেন একজন কর্মকর্তা। প্রসঙ্গত , চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী প্রবাসী কর্মীদের মৃতদেহ পরিবহণে নতুন দুটি অ্যাম্বুলেন্স যুক্ত করার কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন। ঢাকায় বিমানবন্দরের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক থেকে জানা গেছে , বিমানবন্দরের নির্ধারিত গেইট থেকে মরদে হ গ্রহণ ও লাশ দাফনসহ আনুষঙ্গিক খরচ নির্বাহের জন্য ৩৫ হাজার টাকার চেক পেতে কিছু কাগজপত্র জমা দিতে হয়। এগুলো হলো- মৃতের পাসপোর্টের ফটোকপি , স্থানীয় চেয়ারম্যান /কমিশনার কর্তৃক দেওয়া ওয়ারিশ সনদ /পারিবারিক সদস্য সনদ, মৃতের স্ত্রী /পিতা/মাতার এনআইডি কার্ডের ফটোকপি , মৃত্যু সনদ -এর কপি , বাংলাদেশ দূতাবাসের দেওয়া এনওসি ও এয়ারওয়েজ বিলের মূলকপি। মূলত এসব কাগজপত্র জমা দিতে গিয়েই বিপত্তিতে পড়েন অনেকে। কারণ সঠিক তথ্য না জানায় অনেকেই প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র ছাড়াই মরদেহ সংগ্রহ করতে বিমানবন্দরে এসে হাজির হন। "এর সুযোগ নেয় দুর্নীতি বাজ একটি চক্র। তারা হয়ত সামান্য একটি পরামর্শ দিয়েও টাকা হাতিয়ে নেয়। ধরেন , একজন ওয়ারিশ সনদ আনলো না , দুর্নীতিবাজ চক্রের কেউ হয়ত টাকা নিয়ে বললো , চেয়ারম্যানের কাছ থেকে সনদের ছবি আনানোর জন্য। অর্থাৎ তথ্য না জানায় একজন দুর্নীতির শিকার হলো ,„ বলছিলেন প্রবাসী কল্যা ণ মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা। অবশ্য আবার অনেকের অভিযোগ হলো , বিদেশের মাটিতে কোনো বাংলাদেশির মৃত্যু হলে তার মরদেহ দেশে ফেরত আনার জন্য বিমান ভাড়া সংগ্রহ , দূতাবাসের কাগজপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়া ছাড়াও সংশ্লিষ্ট দেশের নিয়ম-কানুন পালন করতে হয়। কিছু এয়ারলাইন্স আবা র মরদেহ পরিবহণ করতে রাজি হয় না। "এমন ক্ষেত্রে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির পাসপোর্ট নম্বর আমাদের জানালে আমরা সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশে দূতাবাসের লেবার উইংয়ের মাধ্যমে মরদেহ দেশে আনার ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকি। এনওসি থেকে আরম্ভ করে স্বল্পতম সময়ের ফ্লাইটে মরদেহ পাঠাতে দূতাবাস সহায়তা করে ,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক মো. আসাদুজ্জামান।

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের নুর ইসলাম বলছেন , সৌদি আরবের রিয়াদে তার ভায়রা ওমর ফারুকের মৃত্যুর কয়েকদিন পরে তারা খবরটি পেয়েছিলেন। এরপর কয়েকদিন লেগে গিয়েছিল মর দেহ কই আছে এই খোঁজ পেতেই। "লাশ কই আছে, এটাই জানা যাচ্ছিল না। এরপর লাশ আনতে কী করা লাগে জানি না। এরপর পরিচিত সাংবাদিকের মাধ্যমে রিয়াদে দূতাবাসের কর্মকর্তার সাথে কথা বলার পর লাশ আনার চেষ্টা শুরু হয়। কী যে কয়েকটা দিন গেছে তখন, বলে বোঝানো যাবে না ,„ বিবিসি বাংলা কে বলছিলেন মি. ইসলাম। প্রসঙ্গত, সরকারি হিসেবে ২০২৪ সালে ৪ হাজার ৮১৩ প্রবাসী কর্মীর মরদেহ দেশে এসেছিল। এর আগের বছর দেশে এসেছিল ৪ হাজার ৫৫২ প্রবাসী কর্মীর মরদেহ।

একজন বাংলাদেশি প্রবাসীর মৃত্যু হলে তার মরদেহ দেশে আনার জন্য ওই দেশে থাকা বাংলাদেশ দূতাবাসের অনুমতি, স্থানীয় হাসপাতাল ও পুলিশের কাগজপত্র , এয়ারলাইন্সের অনুমোদন এবং এমবামিং সার্টিফিকেট (স্থানীয় ফিউনারেল হোম বা অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান এই কাজ করে থাকে) প্রয়োজন হয়। আবার মরদেহকে আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী, পরিবহণের জন্য এয়ারলাইন্সের অনুমোদন ও কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স নিতে হয়। বাংলাদেশে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছাড়াও চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমানবন্দরে মরদেহ গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে। বিমানবন্দরে কাস্টমস ও স্বাস্থ্য বিভাগের অনুমোদন শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৩.০৭.২০২৬ নারগীস)

গাইবান্ধায় রামমূর্তি নির্মাণ উদ্যোক্তা হরিদাস মানিলন্ডারিং মামলায় গ্রেফতার

বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ বা সিআইডি দেশি -বিদেশি মুদ্রা পাচার ও সংঘবদ্ধ অপরাধের অভিযোগে গাইবান্ধার হরিদাস চন্দ্র তরনীদাসকে গ্রেফতার করেছে। এর আগে, তার বিরুদ্ধে ৯ কোটি ৩৫ লাখ টাকা অর্থপাচারের অভিযোগে ঢাকার একটি থানায় মামলা করেছে সিআইডি। "প্রাথমিক অনুসন্ধানে দেশি-বিদেশি মুদ্রা পাচার ও সংঘবদ্ধ অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় উত্তরা পশ্চিম থানায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। তার বিভিন্ন ব্যাংক ও মোবাইল ফাইন্যান্সি য়াল সার্ভিস হিসাবে সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয়ে তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত আছে,„ ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। তাকে রোববার গাইবান্ধার পলাশবাড়ী থেকে গ্রেফতার করে সিআইডি। বিজ্ঞপ্তিতে সিআইডি দাবি করেছে , মি. তরনীদাস ২০১৯ সালে ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে তৌহিদ ইসলাম নাম ধারণ করেছিলেন। এর আগে, তিনি ভারতে গিয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন বলে সিআইডি দাবি করেছে। বাংলাদেশের স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে বলা হয়েছে, কিছুদিন আগে তিনি গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে ফিরে স্থানীয় একটি মন্দির কমিটির সাথে সম্পৃক্ত হন। সেখানে একটি উঁচু রাম মূর্তি বানানোর উদ্যোগ নিয়ে স্থানীয়ভাবে আলোচনায় আসেন। এ নিয়ে স্থানীয় ইমাম ওলামা পরিষদ আন্দোলন শুরু করলে ওই প্রকল্প স্থগিত হয়ে যায়। "তার বৈধ কোনো আয়ের উৎস না থাকা সত্ত্বেও তার বিভিন্ন ব্যাংক ও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস হিসাবে ৯ দশমিক ৩৫ কোটি টাকা জমা হয়েছে এবং তিনি প্রা য় সমপরিমাণ টাকা উত্তোলন করেছেন , যা সন্দেহজনক,„ সিআইডির ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা বা বাসসের ২০২২ সালের আটই নভেম্বরের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে , এর আগে এনএসআই ও র‍্যাবের একটি দল মানিলন্ডারিং ও প্রধানমন্ত্রীর প্রটোকল অফিসার পরিচয় দিয়ে প্রতারণার অভিযোগে হরিদাস চন্দ্র তরনী দাস ওরফে তৌহিদ ইসলাম এবং ইমরান মেহেদী হাসান নামে দুইজনকে গ্রেফতার করেছিল।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৩.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

অর্থপাচারের অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া আলোচিত হরিদাস সম্পর্কে কী জানা যাচ্ছে

গাইবান্ধায় উঁচু একটি রামমূর্তি নির্মাণের উদ্যোগ নিয়ে আলোচনায় আসা হরিদাস চন্দ্র তরনী দাসকে অর্থপাচার মামলায় গ্রেফতার করেছে বাংলাদেশের পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। ঢাকার একটি থানায় দায়ের হওয়া অর্থপাচারের মামলায় রোববার রাতে তাকে গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলা থেকে গ্রেফতার করা হয়। সো মবার দুপুরে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করে মি . তরনী দাসের বিরুদ্ধে সাতদিনের রিমান্ড আবেদন করে পুলিশ। শুনানি শেষে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে চার দিনের রিমান্ড দেন আদালত। এর আগে , মি. তরনী দাসের নামে ঢাকার উত্তরা পশ্চিম থানায় একটি মামলা করে সিআইডি। সেখানে তার বিরুদ্ধে দেশি -বিদেশি মুদ্রা পাচার এবং সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ করা হয়েছে। "হরিদাস চন্দ্র তরনী দাস নামের এই ব্যক্তির একাধিক ব্যাংক ও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস অ্যাকাউন্টের তথ্য অনুসন্ধান করে আমরা প্রায় ৯ কোটি ৩৫ লাখ টাকা লেনদেনের তথ্য পেয়েছি, যা তার আয়ের সঙ্গে মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। প্রাথমিক অনুসন্ধানে তার বিরুদ্ধে হুন্ডিসহ বিভিন্ন মাধ্যমে দেশি-বিদেশি মুদ্রা পাচারের প্রমাণও পাওয়া গেছে ,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন সিআইডি 'র উচ্চ পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা। অভিযোগের বিষয়ে মি . তরনী দাস বা তার পরিবারের কারো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে তাকে নির্দোষ দাবি করেছেন তার আইনজীবী শ্যামল কুমার রায়। "পুলিশ হরিদাস চন্দ্র তরনী দাসের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং আইনে একটা মামলা দিয়েছে। কিন্তু আমরা মানিলন্ডারিং আইনের সংজ্ঞার সাথে মামলার এজাহারের কোনো মিল পা য়নি," শুনানি শেষে সাংবাদিকদের বলেন মি . রায়। যদিও মি. তরনী দাস এর আগে ২০২২ সালেও একবার গ্রেফতার হন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর প্রটোকল কর্মকর্তার ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করে বদলি বাণিজ্য , টেন্ডারবাজি ও প্রতারণার মাধ্যমে কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে তখন তাকে গ্রেফতা র করেছিল র‍্যাপিড অ্যাকশান ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব)। প্রতারণাকালে মি. তরনী দাস 'তাওহীদ ইসলাম' নাম ধারণ করে নিজেকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতেন বলেও জানান র‍্যাবের কর্মকর্তারা।

ভারতে গমন

বিভিন্ন সময় স্থানীয় গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মি . তরনী দাস জানিয়েছেন , তারা ছয় ভাই -বোন। বাবা গোপীনাথ তরনী দাস ছিলেন ডালি -কুলোর কারিগর। ফলে ছোটোবেলা বেশ অভাব -অনটনের মধ্যে কেটেছে বলে

জানান তিনি। পুলিশের ভাষ্যমতে , মি. তরনী দাস ২০০৬ সালে পলাশবাড়ীর স্থানীয় একটি মাধ্যমিক স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করেন। এরপর ঢাকার একটি কলেজ থেকে ২০০৮ সালে এইচএসসি শেষ করে ভারতে চলে যান। ”২০১০ সালে অবৈধভাবে ভারতে গমন করে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে দেশে ফেরেন মর্মে জানা যায় „ তাকে গ্রেফতারের পর এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে সিআইডি। যদিও তিনি ভারতে গিয়ে ঠিক কী ধরনের 'শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ' গ্রহণ করেছিলেন, সিআইডির বিবৃতিতে সেটি পরিষ্কার করে বলা হয়নি। তবে মি . তরনী দাসকে গ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন যে, ভারতে অবস্থানকালে তিনি কারিগরি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন। ”আমরা শুনছি যে, হরিদাস ভারতে এসি, টিভি- এগুলোর মেকানিকের কাজ করতো,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন রামচন্দ্রপুর গ্রামের একজন বাসিন্দা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই বাসিন্দা আরও জানান যে , বেশ কয়েক বছর আগে দেশে ফিরে এসে মি . তরনী দাস এসি মেকানিকের কাজ শুরু করেন। ”দেশে ফিরে হরিদাস ঢাকার উত্তরায় একটা জায়গায় এসির কাজ করতো। এর মধ্যে একদিন শুনি যে, তাকে নাকি র্যাব ধরছে,„ বলেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই বাসিন্দা।

প্রতারণা মামলায় গ্রেফতার

২০২২ সালের নভেম্বর মাসে মি . তরনী দাসসহ দু -জনকে গ্রেফতার করেছিল র্যাব। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল , তৎকালীর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রটোকল কর্মকর্তার ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করে বদলি বাণিজ্য , টেন্ডারবাজি ও প্রতারণার মাধ্যমে কোটি টাকা আত্মসাৎ। মি. তরনী দাস ওই প্রতারণা চক্রের 'মূল হোতা' বলে এক সংবাদ সম্মেলনে জানান র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার তৎকালীন পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মঈন। সেখানে তার ভারতে বেশ কয়েক বছর অবস্থান করার বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়। তবে র্যাব দাবি করেছিল যে, তিনি অবৈধ উপায়ে ভারতে গিয়েছিলেন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময়। ”ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় অবৈধ উপায়ে ভারতে যান তিনি। সেখানে এক আত্মীয়ের বাসায় ছিলেন। আত্মীয়ের মাধ্যমে সেখানকার পঞ্চায়েত প্রধানের কাছ থেকে কৌশলে এতিম সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন। এরপর স্থা নীয় একটি স্কুল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন „ বলেছিলেন মি. মঈন। র্যাবের ভাষ্যমতে, ইলেকট্রনিক্স বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরে ঢাকার উত্তরায় কাজ শুরু করেন মি . তরনীদাস। সেখানে পুরাতন এসি কিনে মেরামত করে সেটি বিক্রি করতেন বলে জানানো হয়। পরে ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করে প্রতারণা ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ঢাকার বনানী এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় বলে জানান কর্মকর্তারা।

মুসলিম পরিচয় ঘিরে প্রশ্ন

গ্রেফতারের পর করা সংবাদ সম্মলনে র্যাব জানিয়েছিল, ২০১৮ সালে উত্তরায় এসির মেরামতের দোকানে কাজ করার সময় এক সবজি বিক্রেতার সঙ্গে বাসা ভাড়া করে থাকতেন মি . তরনী দাস। সেসময় ওই সবজি বিক্রেতার মেয়েকে বিয়ে করার জন্য এক পর্যায়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলেও দাবি করা হয়। ”সবজি বিক্রেতার মেয়েকে বিয়ে করার জন্য ২০১৯ সালে তিনি ধর্মান্তরিত হন। তখন হরিদাস চন্দ্র তার নাম বদ লে রাখেন তাওহীদ ইসলাম „ জানিয়েছিল র্যাব। গত ১২ জুলাই দ্বিতীয় দফায় গ্রেফতার হওয়ার পর সিআইডি 'র পক্ষ থেকেও দাবি করা হয়েছে যে , হরিদাস চন্দ্র তরনী দাস ২০১৯ সালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নাম পরিবর্তন করেন। তবে মি . তরনী দাসের গ্রামের বাসিন্দারা অবশ্য ভিন্ন কথা বলছেন । ”আমরাও এই কথাটা শুনছিলাম। এটা নিয়ে হরিদাসকে প্রশ্নও করছি। কিন্তু সে অস্বীকার করছে,„ বলেন তার গ্রামের একজন বাসিন্দা।

ফের আলোচনায়

সম্প্রতি মি. তরনীদাস নতুন করে আলোচনায় আসেন গাইবান্ধায় বিশাল আকারের একটি রামমূর্তি নির্মাণকে ঘিরে। পুলিশ ও স্থানীয়রা বলছেন, ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর হরিদাস চন্দ্র তরনী দাসের পুনরায় রামচন্দ্রপুর গ্রামে ফিরে যান। এরপর সেখানে দুই একর জায়গা জুড়ে থাকা প্রাচীন একটি মন্দির সংস্কার ও আধুনিকায়নের কাজ শুরু করেন। সেখানে বড়ো একটি শিবমূর্তি এবং কৃষ্ণমূর্তি নির্মাণ করেন তিনি। ২০২৫ সালের ২৬ অক্টোবর প্রায় ৫১ ফুট উচ্চতার ওই কৃষ্ণমূর্তিটি উদ্বোধন করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার মনোজ কুমার। এরপর প্রায় ৮১ ফুট উচ্চতার একটি রামমূর্তি নির্মাণের কাজ শুরু করেন মি . তরনী দাস। এটি 'এশিয়ার সর্ববৃহৎ রাম বিগ্রহ' হতে যাচ্ছে বলে দাবি করেন তি নি। পরে বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় ইমাম ওলামা পরিষদ আন্দোলন শুরু করলে প্রকল্প স্থগিত করে মন্দির কমিটি। মন্দির সংস্কার ও আধুনিকায়নে গত দেড় বছরে প্রায় ৪০ কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে বলে একাধিক সাক্ষাৎকারে জানান মি . তরনী দাস। বিপুল পরিমাণ এই অর্থের উৎস কী , সেটি নিয়ে বিভি ন্ন সময় প্রশ্নও উঠতে দেখা গেছে। জবাবে মি. তরনী দাস দাবি করেন যে, পুরো অর্থটাই তিনি 'ভক্তদের অনুদান' থেকে পেয়েছেন। সিআইডির পক্ষ থেকে যে মামলা হয়েছে , সেটির এজাহারে বলা হয়েছে , হরিদাস এবং তার অজ্ঞাতনামা আরও দুই থেকে তিন সহযোগী ২০২০ সালের পহেলা জানুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত একটি সংঘবদ্ধ হুন্ডি চক্র পরিচালনা করতেন। তারা দেশি -বিদেশি মুদ্রার অবৈধ লেনদেন ও স্থানান্তরের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এজাহারে আরও বলা হয়েছে , প্রাথমিক অনুসন্ধানে সিআইডি হরিদাসের নামে থাকা পাঁচটি ব্যাংক হিসাব এবং চারটি মোবাইল

ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) অ্যাকাউন্টে বিভিন্ন সময়ে 'সন্দেহজনক উৎস' থেকে প্রায় ৯ কোটি ৩৫ লাখ টাকা জমার তথ্য পেয়েছে। পরে সিআইডির দেওয়া বিবৃতি এটাও দাবি করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে একাধিক ব্যক্তি হরিদাসের ব্যাংক ও মোবাইল অ্যাকাউন্টে মোটা অঙ্কের অর্থ জমা দিয়েছেন। "তার বৈধ কোনো আয়ের উৎস না থাকা সত্ত্বেও তার বিভিন্ন ব্যাংক ও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস হিসাবে ৯ দশমিক ৩৫ কোটি টাকা জমা হয়েছে এবং তিনি প্রায় সমপরিমাণ টাকা উত্তোলন করেছেন, যা সন্দেহজনক,„ সিআইডির ওই বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৩.০৭.২০২৬ নারগীস)

আরও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ও উত্তরাঞ্চলের বন্যার অবনতির শঙ্কা

বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই মাঝারী, ভারী কিংবা অতিভারী বর্ষণ অব্যাহত থাকার পূর্বাভাস দিয়ে আবহাওয়া বিভাগ বলেছে, ভারী বর্ষণের কারণে রাজধানী ঢাকায় জলাবদ্ধতা তৈরি হতে পারে। ভারী বৃষ্টি পাতের সতর্কতা দিয়ে সংস্থাটি বলেছে, আজ দুপুর থেকে আগামী ২৪ ঘণ্টায় দেশের ছয়টি বিভাগের কোথাও ভারী, আবার কোথাও অতিভারী বর্ষণ হতে পারে। "সক্রিয় মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের কারণে ঢাকা মহানগরীর কোথাও কোথাও অস্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতা তৈরি হতে পারে,„ ওই সতর্কতায় বলা হয়েছে। সাধারণত ২৪ ঘণ্টায় ৪৪ থেকে ৮৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হলে সেটিকে ভারী বর্ষণ, আর ৮৮ মিলিমিটারের বেশি হলে সেটিকে অতি ভারী বর্ষণ বলা হয়। এদিকে, আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র বলছে, মৌসুমি বায়ু ভারতের পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। "এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এছাড়া মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর সক্রিয় ও উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারি অবস্থায় বিরাজমান আছে,„ কেন্দ্র জানিয়েছে। অন্যদিকে বন্যা তথ্য কেন্দ্র বলছে, দেশের তিনটি নদীর তিনটি জেলার চারটি পয়েন্টে বিপৎসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী দুইদিন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সুরমা-কুশিয়ারা নদীর পানি বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় নদীসংলগ্ন এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে। এছাড়া, আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টায় উত্তরাঞ্চলে তিস্তা ও দুধকুমার নদীর পানি কিছু জায়গায় বিপৎসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কোথায় কোথায় স্বল্পমেয়াদি বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তবে এই সময়ে বান্দরবান, চট্টগ্রাম ও কক্সাবাজার জেলার সাঙ্গু, মাতামুহুরী নদীর পানি হ্রাস পেতে পারে এবং ওই অঞ্চলের বন্যার পরিস্থিতির উন্নতি অব্যাহত থাকতে পারে।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে গত কয়েকদিন ধরে কমবেশি টানা বৃষ্টি হচ্ছে ঢাকাসহ দেশে র বিভিন্ন অঞ্চলে। টানা এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলা বৃষ্টিপাত প্রথমে পার্বত্য চট্টগ্রামে বন্যা, ভূমিধস ও মৃত্যুর কারণ হলেও এখন তা ঢাকাসহ প্রায় বেশিরভাগ জেলাতেই জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছে। অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল ও পাহাড়ধসে ক্ষয়ক্ষতি ও ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দ ও বিতরণ সংক্রান্ত এক প্রতিবেদনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বন্যা আক্রান্ত জেলা সাতটি। সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলা এ দুর্যোগে বান্দরবান, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলায় এপর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫১ জনে। আহত হয়েছেন ৩৯ জন। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৩.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

চট্টগ্রামে সাপে কেটেছে ৯৫ জনকে, মন্ত্রী বললেন পর্যাপ্ত অ্যান্টি ভেনম আছে

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল জানিয়েছেন, বন্যার কারণে সাপের কামড়ে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বাড়লেও এখন পর্যন্ত সাপে কাটা কোনো রোগী মারা যায়নি। "এলাকাগুলোতে মাইকিং করা হয়েছে। বন্যার কারণে জঙ্গল থেকে সাপ আসে। নদী থেকে বিষাক্ত সাপ আসে। বৃহস্পতিবার থেকে সিভিল সার্জনদের প্রস্তুত করা হয়েছে। যাতে সাপে কাটা রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে আনা যায়। প্রথম রাতে পাঁচজনকে সাপে কেটেছিল। চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে,„ ঢাকায় সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন তিনি। মন্ত্রী জানান, কেন্দ্রীয়ভাবে এক হাজার ভাওয়েল অ্যান্টি ভেনম মজুত রাখার পাশাপাশি মাঠপর্যায়ে একুশ হাজার ভাওয়েল অ্যান্টি ভেনম রাখা হয়েছে। "এছাড়া আগামী পনের দিনে আরও ২৫ হাজার ভাওয়েল অ্যান্টি ভেনম আসবে„। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, মোট ১১টি জেলা এখন বন্যা কবলিত। এগুলো হলো - চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, চাঁদপুর, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া। এর মধ্যে চট্টগ্রামে মোট ৯৫ জনকে সাপে কেটেছে। তাদের চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। ম ন্ত্রী জানান, বন্যা কবলিত জেলাগুলোতে পর্যাপ্ত পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও স্যালাইন মজুত রাখা হয়েছে। এছাড়া ১১ জেলার সব স্বাস্থ্যকর্মীর ছুটি বাতিল করা হয়েছে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৩.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

'৩৮ বছরে এলাকায় বন্যার এমন পানি দেখি নাই'

এক সপ্তাহের বেশি স ময় ধরে সারাদেশে টানা বর্ষণের ফলে বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত পার্বত্য এলাকা বান্দরবানের রোয়াংছড়ি উপজেলার আম চাষী চাইথোয়াই অং এবার ব্যবসায় লোকসানের শঙ্কায় দিন গুনছেন। ওই উপজেলার নতুন পাড়ার বাসিন্দা তিনি। স্থানীয় একজন সাংবাদিকের সহযোগীতায় তার সাথে কথা বলে বিবিসি

বাংলা। তিনি জানান, গত কয়েকদিন ধরে বাড়ি -ঘর, বাগানে পানি ছিল। এখন পানি নামলেও এবার ক্ষতির মুখোমুখি হবেন। মি. অং বলেন, "বছরের সর্বশেষ আমের সিজনে তিনটি আমের চাষ করি। রুপালী , রাঙ্গুয়ে এবং মল্লিকা। গত কয়েকদিন ধরে পানি থাকায় বাগানেই পচে গেছে আম। এই ব ন্যার কারণে বিক্রি হয় নাই। ক্ষতি হয়ে যাবে এবার। „ বন্যা আক্রান্ত দেশের সাত জেলার মধ্যে পার্বত্য এলাকাগুলোর কোথাও কোথাও এরই মধ্যে পানি নামতে শুরু করেছে। যদিও উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় স্বল্পমেয়াদি বন্যার শঙ্কার পূর্বাভাস রয়েছে। তবে ক্ষতিগ্রস্ত বান্দরবান জে লার সাথে বিভিন্ন উপজেলার সড়ক যোগাযোগ এখনো ব্যাহত রয়েছে। এছাড়া এসব জেলার বিভিন্ন স্থানে এখনও পানিবন্দি রয়েছে মানুষ। যে-সব স্থানে বন্যার পানি নেমে গেছে, সেখানে কোথাও কোথাও বাড়ি -ঘর ভেঙে গেছে। বাসিন্দারা এখন চায় বাড়ি-ঘর মেরামতের প্রয়োজনীয় অর্থ।

বান্দরবান জেলার সাতটি উপজেলার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত রুমা , থানচি ও রোয়াংছড়ি উপজেলার সড়ক যোগাযোগ এখনো বিচ্ছিন্ন রয়েছে। স্থানীয় একজন সাংবাদিক জানিয়েছেন, বান্দরবান জেলা থেকে এসব উপজেলায় এখন সরাসরি যাওয়া যাচ্ছে না। নদীপথে কিংবা সড়কে গেলে ভেঙে ভেঙে একেক যানবাহনে যেতে হচ্ছে। বান্দরবানের রোয়াংছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাজমিন আলম তুলি বিবিসি বাংলাকে জানান , "বন্যার পানি আপাতত নেমে গেছে। নদীর উপকূলে চলে গেছে। মানুষের বাড়ি -ঘরে পানি নেই এখন তবে , রাস্তা ও ব্রিজে পানি আছে। „ এই মুহূর্তে বান্দরবান জেলার সাথে এই উপজেলার সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে বলেও জানান তিনি। এই উপজেলার তারাফা ইউনিয়ন সংলগ্ন বান্দরবান-রুমা সড়কে বড়ো ধরনের পাহাড় ধসের কারণে জেলার সাথে যোগাযোগ এখনও বিচ্ছিন্ন বলে জানান মিজ তুলি। "তারাফা ইউনিয়ন সংলগ্ন বান্দরবান-রুমা সড়কে বাল্ক এমাউন্টের পাহাড় ধস রয়েছে। সেনাবাহিনী উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছে, তারা কাজ করছে। এই উপজেলার প্রধান সড়ক এখন ক্লিয়ার হয়ে গেছে , তবে জেলার সাথে যোগাযোগ এখনও বিচ্ছিন্ন। মানুষ নদীপথে নৌকায় এক উপজেলা থেকে আরেক উপজেলায় চলাচল করছে ,„ বলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিজ তুলি। এর আগে, শনিবারই চট্টগ্রাম বিভাগের চলমান এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা ১৬ জুলাই পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো বিভাগে বৃষ্টির পানি জমে থাকার কারণে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার হলে যেতে বেগ পোহাতে হয়েছে বলেও খবর পাওয়া গেছে।

ঠিক কী পরিস্থিতি পার্বত্য এলাকাগুলোতে

বন্যা আক্রান্ত সাতটি জেলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৫৪ জনে দাঁড়িয়েছে। সোমবার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বন্যা সংক্রান্ত সংশোধিত এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে , এসব জেলায় পানিবন্দি পরিবারের সংখ্যা ১ লাখ ৫৫ হাজারের বেশি এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা ৬ লাখ ৯ হাজারের কিছু বেশি। পার্বত্য জেলাগুলোর মধ্যে বান্দরবান ও কক্সবাজারে পাহাড় ধসের কারণে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রোববার পর্যন্ত নিহতের সংখ্যাও বেশি ছিল এই দুই জেলায়। বন্যা আক্রান্ত সাত জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিহত হয়েছে কক্সবাজারে , ৩১ জন। এছাড়া, রাঙামাটিতে তিনজন, বান্দরবানে ৬জন, চট্টগ্রামে ১৩ জন এবং মৌলভীবাজারে একজন নিহত হয়েছেন। বান্দরবানের সাতটি উপজেলার মধ্যে সদর উপজেলা, লামা, আলী কদম ও নাইক্ষ্যংছড়িতে বন্যার পানি একেবারেই নেমে গেছে। এসব উপজেলায় সড়কে কোথাও কোথাও কিছুটা পানি থাকলেও , মানুষের বাড়ি-ঘরে তেমন একটা নেই। এই জেলায় বন্যার পানিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা রুমা, থানচি ও রোয়াংছড়িতে সোমবার ভোরে মানুষের বাড়ি -ঘর থেকে পানি নামতে শুরু করেছে। রোয়াংছড়ি সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মে হ্লা অং মারমা বিবিসি বাংলাকে বলেন , "পানি কমে গেছে, পানি বিপৎসীমার নিচে। পানি কমে যাওয়াতে আশঙ্কা কমে গেছে। প্রথম তিন-চারদিন বৃষ্টি হইছিল, তখন পানি ছিল। বিশেষ করে, এদিকে চিনিয়ামুখ সাঙ্গু নদীর পাড়ে কিছু এলাকা দুই-তিনদিন ধরে পানিবন্দি ছিল। এখন পানি কমে গেছে, ঘরের ভেতর নাই বললেই চলে আমার ইউনিয়নে। „ তবে, এই উপজেলার বাসিন্দাদের বেশিরভাগই ক্ষুদ্র নৃ -গোষ্ঠীর। বন্যার সময় আশ্রয়কেন্দ্রে তারা আশ্রয় নেয়নি বলে উল্লেখ করেন তিনি। "আমার এলাকায় আশ্রয়কেন্দ্রে মানুষ তেমন একটা যায়নি। যে যার সুবিধামতো , কেউ কেউ প্রতিবেশীর ঘরে বা বিহারে বা বৌদ্ধ মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছে। আমরা আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে বলেছিলাম। ত্রাণ চলমান আছে এ খনো,„ বলেন তিনি। তিনি জানান , রোয়াংছড়ি উপজেলায় রোববার বিকেল থেকে বন্যার পানি নামা শুরু করার পর থেকে যোগাযোগে কিছুটা সহজ হতে শুরু করেছে। বান্দরবান জেলার সাথে সড়ক যোগাযোগ এখনো বন্ধ কিনা এমন প্রশ্নে তিনি বলেন , "আমাদের পাশেই একটা বাই-রোড আছে, ওখানে পানি কমে যাওয়ায় ওখান দিয়েই বান্দরবান জেলায় যাওয়া যাচ্ছে। প্রধান সড়কে আশেপাশে পাহাড় ধস আছে, তবুও কোনোভাবে যাওয়া যায়।„

এদিকে, ফায়ার সার্ভিস, সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের বিভিন্ন সংস্থা এখন বন্যা পরবর্তী তৎপরতা চালাচ্ছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। একইসঙ্গে , উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। রোয়াংছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিজ তুলি বলেন, "যে-সব জায়গায় প্রয়োজন বেশি, পানির অবস্থা বিবেচনা করে সেসব জায়গায় প্রতি পরিবার অনুযায়ী চাল দেওয়া হচ্ছে। কেউ দশ কেজি কেউ ১৫ কেজি আবার কেউ এ র বেশিও পাচ্ছেন।„ সোমবার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে সাতশো শুকনা খাবার ও পানি বিশুদ্ধকরণ ঔষধ সরবরাহ করা

হয়েছে বলে জানান মিজ তুলি। একইসঙ্গে, বন্যায় মানুষের পাশাপাশি ফসলেরও ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার কথা জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিজ তুলি। তবে , এখনও ফসলের কী পরিমাণ ক্ষয় -ক্ষতি হয়েছে, সেটি নির্ণয় করা হয়নি বলে জানান তিনি। স্থানীয় একজন সাংবাদিক মংখিং মারমা জানান, সোমবার ভোর সাড়ে ৩টার পর থেকে বন্যার পানি কমা শুরু করেছে। "সদর উপজেলায় পানি কমার কারণে মানুষজন ঘরে আসা শুরু করছে। উপজেলা পর্যায়ে আমরা এখনো পর্যন্ত মুভ করতে পারছি না। কারণটা হলো - বিভিন্ন জায়গায় সড়কের ওপরে পাহাড় ধসে সড়ক যোগাযোগ এখনো বিচ্ছিন্ন। রুমা , থানচি ও রুয়াংছড়ি এই তিন উপজেলায় পাহাড় ধসের কারণে সড়ক যোগাযোগ এখনো স্বাভাবিক হয়নি।„ একইসঙ্গে এসব উপজেলায় বিদ্যুতে সংযোগ পুনরায় দেওয়ার জন্য পি ডিবি কাজ করছে বলে জানান তিনি। এছাড়া লামা ও আলী কদম উপজেলা থেকেও পানি নামতে শুরু করেছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। এর মধ্যে লামা পৌর এলাকার দুইটি ইউনিয়ন বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এগুলো হলো রুপসী ও ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নগুলো কক্সবাজারের চকরিয়ার কা ছাকাছি। এসব উপজেলায় চিংড়ি মাছের ঘের ও অর্থকরী ফসলের চাষ বেশি হওয়ায় ক্ষতির পরিমাণ বেশি।

এদিকে, টানা ছয়দিন পর খাগড়াছড়িতে সোমবার বৃষ্টি ছিল না এবং রোদ ওঠে। এই জেলার বিভিন্ন স্থানের বন্যার পানি নামতে শুরু করেছে। এই জেলার মহালছড়ি , মাটিরাঙাসহ যে-সব স্থানে পাহাড়ধসের কারণে সড়ক যোগাযোগ ব্যাহত ছিল, সেখানে ইতোমধ্যেই উদ্ধার কার্যক্রম চালিয়েছে সেনাবাহিনী। এছাড়া কক্সবাজারেও গত দুইদিন ধরে বৃষ্টি না থাকার কারণে বন্যার পানি সোমবার থেকে কমতে শুরু করেছে বলে জানা গেছে। তবে মাতামুহুরী উপজেলা , ঢেমুশিয়া, চকরিয়ার লক্ষারচর ও পেকুয়া উপজেলার কোনো কোনো স্থানে এখনো বন্যার পানি জমে আছে। কক্সবাজারের মাতামুহুরী উপজেলার বাসিন্দা আলফাজ মামুন জানান, রোববার থেকে পানি কমতে শুরু করেছে। তবে এখনো পানিবন্দি রয়েছে মানুষ। মি . মামুন জানান, "পানি একটু একটু কমতে শুরু করছে। বদারখালি এক নম্ব র ওয়ার্ডে এখনও পানিবন্দি আছে মানুষ। প্রায় সাতশো থেকে আটশো মানুষ এখনো পানিবন্দি আছে। „ চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন স্থানেও এখনো পানিবন্দি রয়েছেন মানুষ। কারো ঘরবাড়িও ভেঙে গেছে। এই জেলার বাঁশখালী উপজেলার বোলছড়ি ইউনিয়নের নয় নং ওয়ার্ডের রাজিয়া খাতুন জানান , বাড়িঘর মেরামতের জন্য সাহায্যের প্রয়োজন। "খাইদ্য, রান্না কইরা খাইতে পাচ্ছি না। সাত-আট দিন ধরে পারছি না,„ বলেন মিজ খাতুন। "'৩৮ বছরে এলাকায় বন্যার এমন পানি দেখি নাই,„ তিনি বলেন।

বন্যার যে পূর্বাভাস

এদিকে, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় বান্দরবান, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার সাঙ্গু, মাতামুহুরী ইত্যাদি নদীর পানি সমতল হ্রাস পেতে পারে। একইসঙ্গে , নদী সংলগ্ন নিম্নাঞ্চলগুলোতে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি অব্যাহত থাকতে পারে। তবে , দেশের উত্তরাঞ্চলে বন্যার আভাস দিয়েছে এই কেন্দ্র। সোমবারের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তরাঞ্চলীয় রংপুর বিভাগের তিস্তা নদীর পানি সমতলে বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টায় নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর ও কুড়িগ্রাম জেলার তিস্তা ও দুধকুমার নদীসমূহের পানি সমতলে বৃদ্ধি পেয়ে কিছু কিছু স্থানে বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্র বাহিত হয়ে নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলে কোথাও কোথাও স্বল্পমেয়াদি বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে বলে জানিয়েছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র। এছাড়াও এই সময়ে গাইবান্ধা জেলায় তিস্তা নদী ও কুড়িগ্রাম জেলায় ধরলা নদী সতর্কসীমায় প্রবাহিত হতে পারে এবং নদীসংগ্ন নিম্না ঞ্চল সাময়িকভাবে প্লাবিত হতে পারে বলে সতর্ক করেছে বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র। গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সুরমা-কুশিয়ারা নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাওয়ায় আগামী দুইদিনে সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় সুরমা -কুশিয়ারা নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা অ বনতি হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে বন্যা সতর্কীকরণ কেন্দ্র। এদিকে, সোমবার দুপুর ১১টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায়ও ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কবার্তা দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। ঢাকা, রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী ব র্ষণ হতে পারে বলে সোমবার এই সতর্কবার্তা দিয়েছে অধিদপ্তর। এতে বলা হয়েছে , ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের কারণে ঢাকা মহানগরীর কোথাও কোথাও অস্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতা তৈরি হতে পারে বলেও জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। যদিও ঢাকার বিভিন্ন স্থানে রোববারের বৃষ্টিপাতের পানি জমে থাকতে দেখা গেছে। এরইমধ্যে সোমবারও সকাল থেকেই ঢাকায় বৃষ্টিপাত হচ্ছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৩.০৭.২০২৬ নারগীস)

একতরফা চুক্তির দিন শেষ, বললেন ইরানের স্পিকার

ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ রোববার বলেছেন, "একতরফা চুক্তির যুগ শেষ হয়ে গেছে„। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় তার দেশের প্রধান আলোচকের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে লিখেছেন . "আমরা আগেই বলেছিলাম, হয় তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে, নয়ত এর মূল্য দিতে হবে। বাস্তবতা এখন দরজায় কড়া নাড়ছে। „ এদিকে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও হরমুজ প্রণালিতে `অস্থিতিশীলতা ফিরে আসার, জন্য যুক্তরাষ্ট্রই দায়ী বলে অভিযোগ করেছে। অন্যদিকে রোববার রয়টার্স -কে

দেওয়া এক সংক্ষিপ্ত টেলিফোন সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে উদ্দেশ্য করে বলেন , ”আমরা তাদের কঠিনভাবে মোকাবিলা করছি।„ (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৩.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ডকে সমর্থন নিষিদ্ধ করছে যুক্তরাজ্য

যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানা মাহমুদ ঘোষণা করেছেন যে , ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর বা আইআরজিসি-কে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হবে। মাহমুদ নতুন সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে এই গোষ্ঠীটির প্রতি সমর্থন নিষিদ্ধ করবেন। সংগঠনটির যুক্তরাজ্যে প্রাণনাশের হুমকি , হামলা এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ রয়েছে। পার্লামেন্টে দেওয়া এক লিখিত বিবৃতিতে তিনি জানান , আইআরজিসির প্রতি সমর্থন এখন থেকে অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে, যার জন্য সর্বোচ্চ ১৪ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের শাস্তি হতে পারে। এর মধ্যে সংগঠনটির পক্ষে ইতিবাচক মতপ্রকাশ করা থেকে শুরু করে তাদের সহায়তা করাও অন্তর্ভুক্ত হবে। আরও দুটি গোষ্ঠীকেও নিষিদ্ধ সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করা হচ্ছে। এগুলো হলো - ইসলামিক মুভমেন্ট অব কম্প্যানিয়নস অব দ্য রাইট (আইএমসিআর) ও রাশিয়ার সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা জিআরইউ-এর স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী। এই গোষ্ঠীগুলোর গুপ্তচরবৃত্তি, বিদেশে হস্তক্ষেপ, নাশকতা এবং শারীরিক হামলা মোকাবিলার জন্য যুক্তরাজ্যের পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে নতুন ক্ষমতা দেওয়া হবে। ধারণা করা হয় , ইরানের আইআরজিসি যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইহুদি ও ইসরায়েলিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে সাতটি হামলার নির্দেশ দিয়েছে। এর মধ্যে ২৩শে মার্চ গোল্ডার্স গ্রিনে চারটি অ্যাম্বুলেন্সে অগ্নিসংযোগের ঘটনাও রয়েছে , যেটির দায় প্রকাশ্যে আইএমসিআর স্বীকার করেছিল। প্রধানমন্ত্রী চলতি বছরের এপ্রিল মাসে ন্যাশনাল সিকিউরিটি (স্টেট থ্রেটস) অ্যাক্টস দ্রুত কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এখন নিষিদ্ধ ঘোষণার জন্য প্রয়োজনীয় খসড়া বিধিমালা সংসদে উপস্থাপন করা যাবে। স্যার কিয়ার স্টারমার বলেছেন , ”যে-সব রাষ্ট্র আমাদের রাস্তায় ভয় , বিভাজন এবং সহিংসতা ছড়াতে চায় , তাদের জন্য আমরা কখনোই ব্রিটেনকে একটি খেলার মাঠ হতে দেব না।„ (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৩.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচল বন্ধ, রাতভর পাল্টাপাল্টি হামলা

জাহাজ-ট্র্যাকিং ওয়েবসাইটকে উদ্ধৃত করে বিবিসি ভেরিফাই জানিয়েছে , গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে নিজেদের লাইভ লোকেশন দেখিয়ে কোনো বাণিজ্যিক জাহাজ হরমুজ প্রণালি অতিক্রম করেনি। তবে অন্য কিছু জাহাজ তাদের ট্রান্সমিটার বন্ধ রেখে প্রণালিটি অতিক্রম করে থাকতে পারে। রোববার ইরান সরকারের পারস্য উপসাগর প্রণালি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল যে , ওই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর 'অবৈধ চলাচলের, কারণে বর্তমানে এই জলপথ দিয়ে চলাচল 'সম্ভব নয়,। সামুদ্রিক গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান কেপলার -এর প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী , রোববার তেলবাহী জাহাজ (ট্যাঙ্কার), বাল্ক ক্যারিয়ার এবং কার্গো জাহাজসহ মোট আটটি বাণিজ্যিক জাহাজ হরমুজ প্রণালি অতিক্রম করেছে। এর আগে শনিবার এই সংখ্যা ছিল ২১টি এবং শুক্রবার ছিল ১৪টি। রবিবার প্রণালি অতিক্রম করা ওই আটটি জাহাজের মধ্যে মাত্র দুটি তাদের লাইভ লোকেশন দেখিয়েছিল। তবে এই দুটি জাহাজই ইরানি কর্তৃপক্ষের ঘোষণার আগেই প্রণালিটি অতিক্রম করেছিল। কেপলারের নথিভুক্ত বাকি ছয়টি জাহাজ 'ডার্ক, মোডে চলাচল করেছে অর্থাৎ হরমুজ প্রণালি অতিক্রম করার সময় তারা নিজেদের অবস্থান সরাসরি দেখায়নি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৩.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

ইরানি বিমান ঠেকাতে ইয়েমেনের সানা বিমানবন্দরে হামলা

সৌদি সমর্থিত ইয়েমেন সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, একটি ইরানি বিমানের অবতরণ ঠেকাতে তারা সানা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়েতে হামলা চালিয়েছে। ইরান -সমর্থিত এবং সানা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নিয়ন্ত্রণকারী হুথি গোষ্ঠীর একজন মুখপাত্র এই হামলার জন্য সৌদি আরবকে অভিযুক্ত করেছেন। তারা এর জবাব দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। মাহান এয়ারের একটি বিমান গত ১৩ জুলাই সানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় এবং কয়েক ঘণ্টা পর তেহরানে ফিরে আসে। প্রতিবেদন অনুযায়ী , বিমানটি ওমানের আকাশসীমা ব্যবহার করে সানার দিকে যাচ্ছিল। ইয়েমেনের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এবং ইরানের মাহান এয়ারের মধ্যে একটি বিমান পরিবহণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার খবর প্রকাশের পর এ ঘটনা ঘটে। খবরে বলা হয়েছিল যে , ”চুক্তি অনুযায়ী ইরান ও ইয়েমেনের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে ১৪টি ফ্লাইট পরিচালনা করা যেতে পারে। „ হুথি সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়াহিয়া সারি ওইদিন এক বিবৃতিতে বলেন , সানা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দুই শতাধিক অসুস্থ , আহত ও আটকে পড়া নাগরিক বহনকারী একটি বেসামরিক বিমানকে অবতরণে বাধা দিতে সৌদি যুদ্ধবিমান ইয়েমেনের আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছে। তারা সৌদি আরবকে সতর্ক করে বলেছে , ”যদি দেশটি আমাদের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে , তাহলে তারা স্থল ও সমুদ্রপথে, বিমানবন্দর এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্য করে জবাব দেবে।„ ইয়েমেনের হুথিরা, যারা নিজেদেরকে আনসার আল্লাহ নামে পরিচয় দেয়, তারা ইয়েমেনের পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় এক -তৃতীয়াংশ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে। তবে উপসাগরীয় উপকূল এবং এডেন বন্দর সাবেক ইয়েমেন সরকারের বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। হুথিরা রাজধানী সানা , গুরুত্বপূর্ণ হোদেইদাহ বন্দর এবং লোহিত সাগরের উপকূলের বেশিরভাগ অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। সৌদি সরকার বা

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ওই ফ্লাইট সম্পর্কে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি। তবে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের কমান্ডার -ইন-চিফ এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, তারা এই পদক্ষেপের জবাব ”অভুতপূর্ব শক্তি ও দৃঢ়তার সঙ্গে„ দেবে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৩.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

'আমরা হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছি', বললেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন , যুক্তরাষ্ট্র `সম্ভবত, হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ নেবে। তার দাবি , ইরান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে করা একটি চুক্তি `ভঙ্গ করেছে,। ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন , ”আমরা প্রণালির নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছি। তাদের কিছুই নেই। তাদের হাতে কিছুই নেই। „ তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর `গত রাতে খুব কঠোর আঘাত হেনেছে,। এ সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড সেন্টকম পরিচালিত রাতভর হামলার কথা উল্লেখ করেন , যেখানে ইরানের সামরিক স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল। ট্রাম্প আরও বলেন , ”আমরা তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছি। তারা পিছু হটছে। তাদের বেশিরভাগ সরঞ্জাম ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও ধ্বংস হয়ে গেছে „। এর আগে, সোমবার যুক্তরাজ্যে ইরানের দূতাবাস জানিয়েছিল , হরমুজ প্রণালিতে তারা একটি অস্থায়ী নিরাপদ সামুদ্রিক করিডোর চালু করেছে , যেখানে `প্রযুক্তিগত ও সামরিক কোনো বাধা নেই ,। তবে দূতাবাসের দাবি, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আগ্রাসনের কারণে এই জলপথ এখন একটি `উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল ,-এ পরিণত হয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৩.০৭.২০২৬ নারগীস)

রেডিও তেহরান

২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের পর নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা

বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থানের পর নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠনের যে প্রতিশ্রুতি দেশের রাজনৈতিক শক্তিগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরেছিল, মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যেই সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন নিয়ে গভীর অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটের মাধ্যমে অনুমোদিত জুলাই চার্টার বাস্তবায়নের জন্য যে সাংবিধানিক সংস্কার বাস্তবায়ন কাউন্সিল গঠনের কথা ছিল, নির্বাচনের পর থেকে এখন পর্যন্ত সেই কাউন্সিল একবারও বৈঠকে বসেনি। ফলে অভ্যুত্থান পরবর্তী রাজনৈতিক ঐকমত্য , সাংবিধানিক সংস্কার এবং নতুন রাষ্ট্র কাঠামো নির্মাণের প্রক্রিয়া কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছে। ২০২৪ সালের গণ -অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ধারাবাহিক সংলাপের মাধ্যমে জুলাই চার্টার প্রণয়ন করে। নতুন সরকারের পাঁচ মাস পেরিয়ে গেলেও অনুষ্ঠিত হয়নি কোনো বৈঠক। দীর্ঘ আলোচনা পর ২৬টি রাজনৈতিক দল চার্টারের প্রায় ৮০টি সংস্কার প্রস্তাবে সম্মত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন ছিল। প্রস্তাবগুলোর মধ্যে ছিল দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সরকার গঠন , নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহাল , কোনো ব্যক্তি সর্বোচ্চ ১০ বছর প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন এমন সীমা নির্ধারণ এবং নির্বাচন কমিশন, বিচার বিভাগ ও অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের উপর প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে আনা। ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনের সঙ্গে একইদিন অনুষ্ঠিত গণভোটে ভোটারদের কাছে জুলাই চার্টার অনুমোদনের প্রশ্ন তোলা হয়। প্রাথমিক ফল ঘোষণায় ত্রুটি ধরা পড়ায় নির্বাচন কমিশন পরে সংশোধিত গেজেট প্রকাশ করে। চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা যায় , ৬০ শতাংশের কিছু বেশি ভোটার অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের মধ্যে প্রায় ৬৮ শতাংশ জুলাই চার্টারের পক্ষে মত দেন। এই ফলাফলের ভিত্তিতে একটি বাস্তবায়ন আদেশ জারি করা হয়। যাতে বলা হয়, নবনির্বাচিত সংসদই সাংবিধানিক সংস্কার কাউন্সিল হিসেবে কাজ করবে। এই কাউন্সিলকে ১৮০ কার্য দিবসের মধ্যে জুলাই চার্টারের সুপারিশগুলো সংবিধানের ভাষায় রূপান্তর করে নিজেদের কার্যক্রম শেষ করতে হতো। কিন্তু বাস্তবে সেই প্রক্রিয়া শুরুই হয়নি। গেজেট প্রকাশে ৩০ দিনের মধ্যে কাউন্সিলের বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও , মার্চের মধ্যভাগে সেই সময় সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যায়। এর প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায় ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির অবস্থান। দলটির সংসদ সদস্যরা সাধারণ সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিলেও , সাংবিধানিক সংস্কার কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে দ্বিতীয় শপথ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। অন্যদিকে বিরোধী দল জামায়াতে ইসলাম এবং জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপির সদস্যরা দুটি শপথই গ্রহণ করেন। বিএনপির যুক্তি মূলত সাংবিধানিক। দলটির মতে, বর্তমান সংবিধানে সংসদ ছাড়া আলাদা কোনো সাংবিধানিক সংস্কার কাউন্সিলের অস্তিত্ব নেই। তাই প্রথমে সংসদে আইন পাস করে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের সাংবিধানিক ভিত্তি তৈরি করতে হবে। তাদের দাবি, রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনের মতো কোনো প্রক্রিয়া বৈধ হতে পারে না। সংবিধানের তৃতীয় তফসিলে এমন কোনো শপথেরও উল্লেখ নেই। সরকারের দায়িত্বশীল মন্ত্রীরাও একাধিকবার একই ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন। এমনকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমদ সংসদের বাস্তবায়ন আইনকে ব্যঙ্গ করে মন্তব্য করেন। এটি পুরুষ, না নারী, না নপুংসক, যা বিরোধী দলগুলোর মতে সরকারের প্রকৃত অনীহারই বহিঃপ্রকাশ। তবে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য ড. বদিউল আলম মজুমদার এই যুক্তি পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেন। তার মতে, গণভোটের মাধ্যমে জনগণই এই বাস্তবায়ন আদেশকে বৈধতা দিয়েছে। এর ফলে সাংবিধানিক রীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলার

সুযোগ নেই। তিনি বলেন , যদি এই আদেশকে অবৈধ বলা হয় , তাহলে একই যুক্তিতে অন্তর্বর্তী সরকারকে অবৈধ বলতে হবে। কারণ বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বৈধতা এসেছে গণ -অভ্যুত্থান ও জনগণের সম্মতি থেকে , পুরোনো সংবিধানের বিধান থেকে নয়। তার ভাষায় , জনগণই রাষ্ট্র ক্ষমতার উৎস। আর জনগণ যখন গণভোটে মতামত দিয়েছে, তখন সেটি চূড়ান্ত বৈধতা । একই ধরনের অবস্থান নিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড . মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম। তার মতে , পুরো বিতর্কটিকে কেবল প্রশাসনিক এবং আইনি প্রশ্ন হিসেবে দেখা একেবারে ভুল। তিনি বলেন , এটি এটি ছিল একটি বিপ্লব। আর ইতিহাসে বিপ্লবই সর্বোচ্চ বৈধতার উ ৎস। কোনো বিপ্লবকে কেবল আমলাতান্ত্রিক নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে বিচার করলে তার রাজনৈতিক বাস্তবতা অস্বীকার করা হয়। তার মতে, ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থান কেবল সরকার পরিবর্তনের জন্য ছিল না বরং বাংলাদেশের রাষ্ট্র কাঠামো , শাসন ব্যবস্থা এবং সংবিধানকে জনগণের আকাঙ্ক্ষা র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে পুনর্গঠনের লক্ষ্যেই এই আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। ড. শরিফুল ইসলাম আরো বলেন, ১৯৭২ সালের সংবিধানের কয়েকটি ধারা পরিবর্তন করলেই প্রকৃত সংস্কার হয় না। তার মতে, বর্তমান সংবিধান জনগণের নয় বরং এটি স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকে শক্তিশালী করার উ পযোগী কাঠামো তৈরি করেছে। তাই প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য মৌলিক পুনর্গঠন প্রয়োজন। বিশ্লেষকদের মতে , বর্তমান অচল অবস্থা কেবল একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার বিলম্ব নয় বরং এটি গণ -অভ্যুত্থান পরবর্তী রাজনৈতিক ঐকমত্যের সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষায় পরিণত হয়ে ছে। বিরোধী জোটের অভিযোগ , জনগণের অনুমোদিত সংস্কার কার্যকর করতে গিয়ে বিএনপি এখন গড়িমসি করছে। কারণ দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর দলটির কাছে ক্ষমতা সীমিত করার মতো সংস্কার আর রাজনৈতিকভাবে লাভজনক মনে হচ্ছে না। তাদের মতে , দীর্ঘদিন ধরে উইনার টেক্স অল বা বিজয়ী সবকিছু দখল করবে এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে দুর্বল করেছে। জুলাই চার্টার ছিল সেই সংস্কৃতি পরিবর্তনের একটি ঐতিহাসিক সুযোগ। এই অচলাবস্থার আরেকটি প্রভাব পড়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ের জারি করা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশের উপর। সংসদীয় কমিটি ইতোমধ্যে বিচারক নিয়োগ, গুম সংক্রান্ত কমিশন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন সংক্রান্ত কয়েকটি অধ্যাদেশ বাতিল বা সংশোধনের সুপারিশ করেছে। মানবাধিকার কর্মীদের আশঙ্কা, সাংবিধানিক সংস্কার প্রক্রিয়া থেমে যাওয়ায় এসব প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারও পিছিয়ে যাচ্ছে। ডক্ট র শরিফুল ইসলাম- এর মতে , এসব অধ্যাদেশ হঠাৎ করে তৈরি হয়নি। দীর্ঘ আলোচনা , বিশেষজ্ঞ মতামত এবং জনগণের প্রত্যাশার ভিত্তিতেই এগুলো অনুমোদিত হয়েছিল। তার ভাষায় , মানবাধিকার কমিশন, স্বাধীন বিচার বিভাগ এবং গুমের স্পষ্ট আইনি সংজ্ঞা এসবই জুলাই আন্দোলনের মৌলিক বিষয় ছিল। কিন্তু যদি সংসদে এগুলো পাস না হয় , তা শহিদ পরিবার ও আন্দোলনের আত্মত্যাগের প্রতি অসম্মান হিসেবে দেখা হচ্ছে। তিনি আরো সতর্ক করেন , গুমবিষয়ক কমিশনের অধ্যাদেশ বাতিল হওয়ার ফলে বর্তমানে বাংলাদেশের জোরপূর্বক গুমের কোনো কার্যকর আইনি সংজ্ঞা নেই। ফলে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা ঘটলেও , তা আইনের আওতায় যথাযথভাবে বিচার করা কঠিন হয়ে উঠতে পারে। তবে তিনি সরকারের কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপের কথাও উল্লেখ করেন। বিশেষ করে , প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত আচরণ সরকারি দপ্তরে নিজের ছবি ব্যবহার না করার নির্দেশের মতো উদ্যোগকে তিনি ইতিবাচক দৃষ্টা ন্ত হিসেবে দেখেন। কিন্তু তার মতে , ব্যক্তির নয়, প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করাই দীর্ঘমেয়াদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের পক্ষ থেকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে , বাজেট অধিবেশনে একটি সাংবিধানিক সংশোধনী বিল আনা হতে পারে , যার মাধ্যমে সংস্কার কাউন্সিলের আইনগত ভিত্তি স্প ষ্ট করা হবে। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ মনে করেছেন , সংসদে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বসে থাকা বিএনপির উপর এখন কোনো বাস্তবে চাপ নেই। ফলে তারা চাইলে এই প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত করতে পারে।

এদিকে, বাস্তবায়ন আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে এ কটি রিটও বিচারাধীন রয়েছে। ফলে রাজনৈতিক জটিলতার পাশাপাশি বিচারিক অনিশ্চয়তাও যুক্ত হয়েছে। যদিও ড . শরিফুল ইসলামের মধ্যে ১৮০ কার্যদিবসের সময়সীমা পার হয়ে গেলেও , গণভোটের মাধ্যমে প্রাপ্ত জনসমর্থন বাতিল হয়ে যায় না। তিনি বলেন , বর্তমান সংসদ চাইলে যে-কোনো সময় এই প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু করতে পারে এবং প্রয়োজনীয় আইন পাস করে সংকটের সমাধান করতে পারে। তার মতে, এটি প্রকৃত সাংবিধানিক সংকট নয় বরং রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। সামগ্রিকভাবে বর্তমান পরিস্থিতি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে , জুলাই চার্টারের প্রকৃত শক্তি ছিল রাজনৈতিক ঐক মত্যের উপর , আইনগত বাধ্যবাধকতার উপর নয়। গণভোট জনগণের সমর্থন নিশ্চিত করলেও , সেই সমর্থন বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন ছিল রাজনৈতিক সদিচ্ছা, যা এখন ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। ফলে যে চার্টারকে গণ -অভ্যুত্থানের সবচেয়ে বড়ো অর্জন হিসেবে দেখা হচ্ছিল, সেটিই আজ বাংলাদেশের নতুন রাজনীতিক বাস্তবতার সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষায় পরিণত হয়েছে। সামনে সরকার ক্ষমতাসীন দল এবং বিরোধীদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তই নির্ধারণ করবে জুলাই চার্টার। ইতিহাসের একটি অসমাপ্ত প্রতিশ্রুতি হয়ে থাকবে, নাকি সত্যিই বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠনের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।(রেডিও তেহরান: ১৩.০৭.২০২৬ এলিনা, রুবাইয়া)

কলকাতা বিমানবন্দরের ১৩৬ বছরের পুরোনো মসজিদে নামাজ বন্ধ: মিশ্র প্রতিক্রিয়া

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সংলগ্ন ১৩৬ বছরের পুরোনো ঐতিহাসিক 'বাঁকড়া এয়ারপোর্ট' মসজিদ, (সাবেক গৌরীপুর জামে মসজিদ)-এ নামাজ আদায় সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। গত শুক্রবারও এই মসজিদে স্বাভাবিকভাবে নামাজ পড়া হলেও , শনিবার থেকে মুসল্লিদের প্রবেশের প্রধান পথ অর্থাৎ বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেটটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। কোনো আগাম নোটি শ ছাড়াই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ জমিরউদ্দিন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে তীব্র উত্তেজনা ও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি) এবং মুসলিম সংগঠনগুলো এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ও সরকারের বক্তব্য

বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সাম্প্রতিক এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে , আন্তর্জাতিক বিমান নিরাপত্তা বিধি অনুযায়ী , বিমান ওঠানামার পথ বা রানওয়ে থেকে যে -কোনো অবকাঠামোর দূরত্ব ন্যূনতম ২৪০ মিটার থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু এই ঐতিহাসিক মসজিদটি রানওয়ে থেকে মাত্র ১৬৫ মিটার দূরে অবস্থিত। ফলে এটি বিমান পরিচালনায় সমস্যা সৃষ্টি করছে, রানওয়ে সম্প্রসারণে বাধা দিচ্ছে এবং উন্নত 'ইন্সট্রুমেন্ট ল্যান্ডিং সিস্টেম, (ILS) স্থাপনে বিলম্ব ঘটাচ্ছে। তা ছাড়া , অঞ্চলটি সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (সিআইএসএফ)-এর কড়া নিরাপত্তা জোনের আ ওতাভুক্ত। সিআইএসএফ-ও অতীতে এই স্থাপনা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল। আজ (সোমবার) এই বিষয়ে মুখ খুলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাফ জানান, অন্য সব কিছুর চেয়ে জাতীয় নিরাপত্তাই সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পাবে। তিনি বলেন , "কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অবস্থান ভূ -রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত সংবেদনশীল , কারণ চীন এবং বাংলাদেশ- উভয় দেশই এখান থেকে কাছাকাছি। এর প্রবেশদ্বার বহিরাগতদের জন্য খোলা রাখা সম্ভব নয়। "
বিরোধীদের অভিযোগ উড়িয়ে তিনি আরও বলেন , ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম পালনে বাধা দেওয়া না হলেও , আইন সবাইকে মেনে চলতে হবে। একই সুরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, "আমি ছাত্রাবস্থা থেকেই খবরের কাগজে পড়তাম যে, এই মসজিদের কারণে রানওয়ে সম্প্রসারণ করা যাচ্ছে না। আগের সরকারগুলো তোষণের রাজনীতির কারণে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। আমাদের সরকার তোষণে বিশ্বাসী নয়, মসজিদটি স্থানান্তর করা হবে।" বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ অবশ্য জানিয়েছে, মসজিদটি স্থানান্তরের জন্য মসজিদ কমিটির সাথে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চলছে এবং মসজিদটির জন্য আরও প্রশস্ত জায়গা দেওয়া হবে।

মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও বিরোধীদের অবস্থান

স্থানীয় ইতিহাস অনুযায়ী , কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি স্থা পিত হয়েছিল ১৯২৪ সালে, অথচ এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছে তারও ৩৪ বছর আগে, ১৮৯০ সালে। তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার গ্রামীণ মানুষের নিজস্ব অর্থায়নে এটি তৈরি হয়। একসময় বাংলাদেশের সাতক্ষীরা এবং পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুর মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ এসে এই ঐতিহাসিক মসজিদে নামাজ আদায় করতেন। বর্তমানেও উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বহু মানুষ এখানে নামাজ পড়েন। তৃণমূল কংগ্রেসের (টিএমসি) সংসদ সদস্য সৌগত রায় এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বলেছেন , "সেখানকার মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্মতি ও আলোচনার মাধ্যমেই কেবল মসজিদটির ব্যাপারে কোনো সিদ্ধা ন্ত নেওয়া উচিত, জোর করে নয়।"

শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যাতে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি বা উত্তেজনা না ছড়ায় , সে জন্য মসজিদ কমিটি ও স্থানীয় সামাজিক সংগঠনগুলোর প্রতি আবেদন জানিয়েছেন ভারতের বৃহত্তম মুসলিম সংগঠন জমিয়ত উ লামায়ে হিন্দের রাজ্য সভাপতি তথা পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। তিনি বলেন , "বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক, কিন্তু এই নিয়ে কেউ রাস্তায় নেমে আইন হাতে তুলে নেবেন না। আমরা সরকারের সাথে কোনো সংঘাত চাই না। আমরা চাই , বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ আলোচনার মাধ্যমে যেন মসজিদে নামাজ পড়ার বিকল্প ব্যবস্থা করে। জোর করে দরজা বন্ধ করা ঠিক হয়নি।" বিষয়টি নিয়ে দারুল উলুম দেওবন্দ, মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড এবং জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও আলোচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ১৩.০৭.২০২৬ নারগীস)

এনএইচকে

নতুন করে ইরানে মার্কিন হামলার ঘোষণা দিয়েছে সেন্টকম

সপ্তাহব্যাপী ইরানের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক হামলা সমাপ্ত করার ঘোষণা দেওয়ার একদিন পর , রবিবার মার্কিন সামরিকবাহিনী দেশটির বিরুদ্ধে নতুন হামলা শুরু করেছে। রবিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে মার্কিন কেন্দ্রীয় কমান্ড বা সেন্টকম ঘোষণা করেছে যে , যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলীয় সময় বিকাল ৫টায় তাদের "সেনাবাহিনী হরমুজ প্রণালি দিয়ে অবাধে চলাচলকারী বেসামরিক নাবিক ও বাণিজ্যিক জাহাজের উপর হামলা চালানোর ক্ষমতা

ক্রমাগত হ্রাস করার লক্ষ্যে ইরানে র বিরুদ্ধে ফের হামলা শুরু করেছে।„ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই হামলার নির্দেশ দিয়েছেন বলে সেন্টকম জানায়। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে যে , রবিবার মার্কিন সামরিকবাহিনী হামলা চালানোর কিছুক্ষণ পরেই দক্ষিণাঞ্চলী য় শহর সিরিক এবং হরমুজ প্রণালির নিকটবর্তী বন্দর আব্বাসের আশেপাশে বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। রবিবার মার্কিন সম্প্রচার মাধ্যম এনবিসি-কে দেওয়া এক ফোন সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প ওয়াশিংটনের সঙ্গে সর্বশেষ আলোচনার পর তেহরানের গৃহীত পদক্ষেপের সমালোচনা করেছেন। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ১৩.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

বাংলাদেশের নতুন সরকারের ওপর রাজনৈতিক সহিংসতার ছায়া

রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নতুন সরকার ক্ষমতায় এলেও ছয়মাস পরও এমন হত্যাকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের আগে রাষ্ট্র-সমর্থিত সহিংসতা বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগে শেখ হাসিনার শাসনামলের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল এমন হত্যাকাণ্ড। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মতে , রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দুর্বল আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা এবং দায়মুক্তির সংস্কৃতির কারণে নির্বাচনের পরেও এসব সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে।
মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র- আসক গত ছয় মাসে অন্তত ৬৬টি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নথিভুক্ত করেছে। এর পাশাপাশি পুলিশী হেফাজতে ৬১ জনের মৃত্যু , ১১টি বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগও তারা তালিকাভুক্ত করেছে। আসক-এর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা আবু আহমেদ ফয়জুল কবির বার্তাসংস্থা এএফপি-কে বলেছেন, ”কারাগার ও পুলিশী হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে।„ তবে সরকার এই দাবির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছে। সরকারের দাবি , পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। তাদের যুক্তি , হত্যাকাণ্ডের যে-সব ঘটনা এখন সামনে আসছে, তার অনেকগুলোই আসলে অতীতের ঘটনা। কারণ ভুক্তভোগীদের স্বজনরা এখন পুলিশকে বিষয়টি জানানোর মতো নিরাপদ বোধ করছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ জুনের শেষ দিকে সংসদে বলেছেন, ”বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর অধিকাংশ সূচকের ক্ষেত্রেই আমরা ঐতিহাসিকভাবে উন্নত অবস্থানে রয়েছি।„

`সত্য ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা'

অন্যরা অবশ্য ভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছেন। শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন এবং তার অনুপস্থিতিতেই চলা বিচারে অভ্যুত্থান চলাকালীন মানবাধিকার লঙ্ঘনের নানা অপরাধের মামলায় হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত। বাংলাদেশে অভ্যুত্থানপরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের সময় থেকেই আওয়ামী কার্যক্রম সরকারের নির্বাহী আদেশে নিষিদ্ধ রয়েছে। জুন মাসে ১৭ বছর বয়সি মোহাম্মদ সুমন আওয়ামী লীগ আয়োজিত একটি সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন এবং এরপর সুমন নিখোঁজ হয়ে যায়। তিনদিন পর, পুলিশ ঢাকার তুরাগ নদী থেকে ওই কিশোরের পচাগলা লাশ উদ্ধার করে। তার সঙ্গে আরও দু-জনের লাশও পাওয়া গিয়েছিল। সুমনের চাচা জুয়েল বাবু এএফপি-কে বলেন, ”সুমন যে রাজনীতির সাথে জড়িত ছিল, সে বিষয়ে আমরা জানতামই না।„ তিনি জানান, সুমন ছিল অত্যন্ত পরিশ্রমী এক কিশোর। পড়াশোনার পাশাপাশি সে একটি কাঁচাবাজারে রাতের শিফটে কাজ করত। সুমনের পরিবার জানায়, তারা বন্ধুদের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ জানতে পেরেছে। বন্ধুরা জানায়, পুলিশ ও একদল জনতা আওয়ামী লীগের একটি আকস্মিক সমাবেশ পণ্ড করে দেয়। তখন তারা নৌকায় নদী পার হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। কোর্টের আইনজীবী আরিফ সরকার পাভেল বলেন, ”আমরা শুনেছি যে, স্থানীয় বিএনপি নেতাদের ধাওয়ার মুখে তারা নদী পার হতে গিয়ে পুলিশের সামনে পড়েন।„ তিনি একই ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইনের আওতায় আটক অন্য সাত ব্যক্তির পক্ষে মামলা লড়ছেন। পাভেল বলেন, ”নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার পর কিছু লোক তাদের বাঁশের লাঠি দিয়ে মারধরও করেছিল। পুলিশ সত্য ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে।„ এই নৃশংসতার অভিযোগ অস্বীকার করে পুলিশ বলছে, `হত্যার কোনো ঘটনা' ঘটেনি। সুমনের মৃত্যুর কারণ এএফপির পক্ষে স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। পুলিশের মুখপাত্র এএইচএম শাহাদাত হোসেন জানিয়েছেন, কর্তৃপক্ষ সহিংসতার সব অভিযোগের তদন্ত করছে। হোসেন বলেন, ”কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত শত্রুতা বা জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে রাজনৈতিক দলের সদস্যরা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। তবে ভুক্তভোগীরা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকায় ঘটনাগুলোকে রাজনৈতিক সহিংসতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।„ এ বছরের শেষের দিকে স্থানীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বাড়তে পারে বলেও আশঙ্কা পুলিশের। হোসেন বলেন, ”অতীতের রেকর্ড বলছে যে, স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সময় আমরা বেশি সহিংসতার সম্মুখীন হই।„

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে?

বিএনপির মুখপাত্র শায়রুল কবির খান জানান , রাজনৈতিক সহিংসতার জন্য দায়ী দলীয় সদস্যদের তারেক রহমান আগেই বহিষ্কার করেছেন। তিনি বলেন, ”তিনি (প্রধানমন্ত্রী) স্বরাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রণালয়কে নিরপেক্ষ থাকতে এবং রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।„ ”দুর্ভাগ্যবশত, সহিংসতা এই

উপমহাদেশের রাজনীতির একটি অংশ এবং বাংলাদেশও সেই সংস্কৃতি থেকে মুক্ত নয়,„ বলেন বিএনপির এই মুখপাত্র। এই সহিংসতার ঘটনাগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার দ্বন্দ্বের ঘটনাও রয়েছে। ৯ জুন এক বৈঠকের সময় এক স্থানীয় বিএনপি নেতা বিল্লাল হোসেন তালুকদারকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়। ১২ জুন চট্টগ্রামের স্থানীয় বিএনপি নেতা ও ব্যবসায়ী মাসুদুল হককে অটোরিকশায় আসা বন্দুকধারীরা গুলি করে হত্যা করে। ৬ জুলাই ঢাকার অদূরে সাভারে বিরোধী দলের একটি সমাবেশে হামলাকারীরা পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে। এতে জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপির চার কর্মী আহত হন। পুলিশের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গড়ে প্রতিদিন অন্তত ১০টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে। মার্চ থেকে জুন মাসের মধ্যে ১,২৩৮টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা পুলিশের নথিতে রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন সিদ্দিকী বলেন, ”সরকার যদি নিজেদের জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে চায়, তবে অপরাধীর পরিচয় যাই হোক না কেন, তাদের আইনের আওতায় আনা ও আইনের শাসন নিশ্চিত করা উচিত।„ অধ্যাপক সিদ্দিকী আরও বলেন, রাজনৈতিক পরিবর্তনের সময় সাধারণত দুটি গোষ্ঠী সহিংসতা করে। একদল, যারা প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছ থেকে অবৈধ আয়ের উৎসের দখল নিতে চায় এবং যারা স্থানীয় আধিপত্যের নিয়ন্ত্রণে নিতে চায়। তিনি বলেন, অপরাধীরা দায়মুক্তি পেলে এই ধরনের সহিংসতা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে এবং তখন রক্তপাতের ঘটনা ক্রমশ বাড়তে থাকে। তিনি এএফপিকে বলেন, ”আমরা এখন ঠিক এটাই দেখছি।„

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৩.০৭.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

সেনাদের গ্রীষ্মকালীন মহড়ায় যুদ্ধক্ষেত্রের খাবার খেলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বরিশালের বাবুগঞ্জে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ মহড়া পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে তিনি মহড়ায় অংশগ্রহণকারী সেনাসদস্যদের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবেশে তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তুত করা খাবার গ্রহ ণ করেন। কৌটার মধ্যে মোম জ্বালিয়ে তৈরি আগুনে রান্না করা সাদা ভাত , ডাল, আলুভর্তা, চিংড়ি মাছ ও ডিমের তরকারি পরিবেশন করা হয় প্রধানমন্ত্রীকে। সোমবার (১৩ জুলাই) বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার পূর্ব রহমতপুর এলাকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ মহড়াস্থলে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী। পরে তিনি পায়ে হেঁটে বিস্তীর্ণ জঙ্গল জুড়ে সেনাসদস্যদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করেন। মহড়া চলাকালে প্রধানমন্ত্রী দুর্গম ও ঘন জঙ্গলের ভেতর সেনাসদস্যদের অবস্থান গ্রহণ , চলাচল এবং বাস্তব যুদ্ধ পরিস্থিতির উপযোগী বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। এসময় দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তারা তাকে মহড়ার বিভিন্ন দিক এবং সেনাসদস্যদের কৌশলগত প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত করেন। প্রধানমন্ত্রী এসময় শত্রুপক্ষের ড্রোন শনাক্ত ও প্রতিরোধে ব্যবহৃত অ্যান্টি-ড্রোন মাল্টি-ব্যারেল সিস্টেমের কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন। সংশ্লিষ্ট সেনা কর্মকর্তারা তাকে এই প্রতিরক্ষাব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি ও যুদ্ধক্ষেত্রে এর ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা দেন। পরিদর্শনকালে প্রধানমন্ত্রী সেনাসদস্যদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মিশে যান। তিনি জঙ্গলের ভেতরে দায়িত্ব পালনরত সেনাসদস্যদের কাছে গিয়ে তাদের খোঁজ-খবর নেন এবং নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনে উৎসাহ দেন। একপর্যায়ে তিনি সেনাসদস্যদের সঙ্গে মাটিতে বসে কিছু সময় কাটান এবং তাদের প্রশিক্ষণ, দায়িত্ব ও মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতার কথা শোনেন।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

বন্যা মোকাবিলায় সাড়ে ৪ কোটি টাকা ও ৯ হাজার টন চাল বরাদ্দ

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অতিবৃষ্টি ও বন্যাজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৭ জুলাই থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত সারাদেশের ৬৪ জেলার জন্য ৪ কোটি ৬০ লাখ টাকা এবং ৮ হাজার ৯৫০ মেট্রিক টন চাল মানবিক সহায়তা হিসেবে বরাদ্দ দিয়েছে। সোমবার (১৩ জুলাই) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। গত ৭ জুলাই থেকে এ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী , সবচেয়ে বেশি সহায়তা পেয়েছে চট্টগ্রাম জেলা। জেলাটির জন্য চার দফায় মোট ৬৫ লাখ টাকা এবং এক হাজার ২০০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কক্সবাজারে মোট ৩০ লাখ টাকা ও ৪৫০ মেট্রিক টন চাল, খাগড়াছড়িতে ২০ লাখ টাকা ও ৪০০ মেট্রিক টন চাল, রাঙ্গামাটিতে ২৫ লাখ টাকা ও ৫০০ মেট্রিক টন চাল, বান্দরবানে ২০ লাখ টাকা ও ৪০০ মেট্রিক টন চাল , মৌলভীবাজারে ১০ লাখ টাকা ও ২০০ মেট্রিক টন চাল এবং হবিগঞ্জে ৫ লাখ টাকা ও ১০০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এই সাত জেলায় মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা এবং ৩ হাজার ২৫০ মেট্রিক টন চাল। অন্যদিকে, বাকি ৫৭ জেলার প্রতিটিকে ৫ লাখ টাকা করে নগদ সহায়তা এবং ১০০ মেট্রিক টন করে চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এসব জেলার জন্য মোট বরাদ্দ হয়েছে ২ কোটি ৮৫ লাখ টাকা এবং ৫ হাজার ৭০০ মেট্রিক টন চাল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে , প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জরুরি খাদ্যসহায়তা নিশ্চিত করতে পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তা বরাদ্দ অব্যাহত থাকবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিত না করায় তোপের মুখে শিক্ষামন্ত্রী

ভারী বৃষ্টি, জলাবদ্ধতা ও বন্যা পরিস্থিতির মধ্যেই সোমবার (১৩ জুলাই) সারাদেশে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে বন্যা পরিস্থিতির কারণে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন পাঁচ জেলায় এদিন পরীক্ষা নেওয়া হয়নি। দেশের বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতার কারণে পরীক্ষার্থীদের চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়। কোথাও কোমরসমান পানি পেরিয়ে, কোথাও নৌকা ও ভ্যানে চড়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে হয়েছে শিক্ষার্থীদের। এমন দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে। নে টিজেনদের অনেকে আবহাওয়া স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সারাদেশে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিতের দাবি তুলেছেন। সোমবার আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড (চট্টগ্রাম বোর্ড ছাড়া) এবং মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা পূর্বঘোষিত সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত বহাল রাখে বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি। সময়সূচি অনুযায়ী - পদার্থবিজ্ঞান প্রথমপত্র, হিসাববিজ্ঞান প্রথমপত্র ও যুক্তিবিদ্যা প্রথমপত্র পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এদিন সকাল থেকেই রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে বৃষ্টি উপেক্ষা করে পরীক্ষার্থীরা উপস্থি ত হতে থাকেন। কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, নোয়াখালীসহ বিভিন্ন জেলার কেন্দ্রে হাঁটু ও কোমরসমান পানি পেরিয়ে কেন্দ্রে প্রবেশ করেন পরীক্ষার্থীরা। বিভিন্ন কেন্দ্রের এমন ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। কুমিল্লা স রকারি মহিলা কলেজ কেন্দ্রের একটি ভিডিও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে দেখা যায়, কেন্দ্রে যাওয়ার রাস্তায় কোমরসমান পানি। ভেতরে বারান্দায়ও পানি উঠেছে। তাছাড়া কেন্দ্রের প্রায় দুই-তিন কিলোমিটার এলাকার রাস্তায়ও ব্যাপক জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। কোমরসমান পানি পেরোতে শিক্ষা র্থীদের পোশাক ভিজে গেছে। ভেজা পোশাক নিয়েই তিন ঘণ্টা পরীক্ষা দিয়েছেন তারা। আর উদ্বেগ নিয়ে বাইরে কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে অভিভাবকরা। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, ভাষাসৈনিক অজিত গুহ কলেজসহ জেলা শহরের অধিকাংশ কেন্দ্রের চিত্রই এমন। পাশাপাশি নোয়াখালীর হাতিয়ার কয়েকটি কেন্দ্রেও পানি জমে যায়। উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় শত শত পরিবার জলাবদ্ধতায় আটকা পড়েছে। সেখানেও রয়েছেন এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার্থীরা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

আদ-দ্বীন হাসপাতাল লাইসেন্স ফিরে পাবে কি না, যা বললেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

রাজধানীর আদ-দ্বীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সম্প্রতি ছয় নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় হাসপাতালটির লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্তটি ফের পরিদর্শন করে বিবেচনা করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন। সোমবার (১৩ জুলাই) সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ স ম্মেলনে তিনি এ কথা জানান। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ঘটনার পরপরই সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, দুর্ঘটনার পর থেকেই হাসপাতালটির অবকাঠামো পুনর্গঠনে কাজ চলছে। তিনি বলেন, ছয়জন মানুষ (নবজাতক) মারা যাওয়ার পর আমরা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিয়েছি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এরই মধ্যে আইসিইউ ইউনিটের দরজা-জানালাসহ অবকাঠামো পরিবর্তনের কাজ শুরু করেছে। তারা ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য একটি প্রস্তাবনা পাঠিয়েছে। আমরা দ্রুতই একটি পরি দর্শন টিম পাঠাবো। পরিদর্শন শেষে যদি সবকিছু ফিজিবল (যৌক্তিক) মনে হয়, তবে সরকার পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। নিহত ছয়জনের পরিবারের চরম শোচনীয় অবস্থার কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ছয়টি পরিবার এখন নিঃস্ব। ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করা হয়েছে এবং তারা এরই মধ্যে কিছু আর্থিক সহায়তা পেয়েছে। যদিও প্রতিশ্রুত আরও কিছু টাকা পাওয়ার বিষয়ে অভিযোগ রয়েছে, তবে আমরা তাদের যথাযথ সহায়তার বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছি। মামলার বিষয়ে সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, আইনি প্রক্রিয়াটি আইন অনুযায়ী চলবে। আমাদের পক্ষে তো আর মার্ডার মামলা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া মৃত্যুর পর ময়নাতদন্তের অনুমতি না দেওয়ায় বিষয়টিতে আইনি জটিলতা তৈরি হয়েছে। তবে পরিবারগুলো যেন ন্যায়বিচার পায় এবং কোনো পক্ষই যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তা সরকার গুরুত্ব সহকারে দেখছে।সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা হটলাইন `১৬২৬৩, নম্বরের কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি জানান, যে কোনো জরুরি প্রয়োজনে এই নম্বরে কল করলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ পাওয়া যাচ্ছে। বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, উত্তরাঞ্চলসহ বিভিন্ন দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় সরকার আগে থেকেই সতর্ক রয়েছে। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় প্রতিটি এলাকায় আমাদের স্পেশাল বরাদ্দ ও উদ্ধারকারী দল প্রস্তুত থাকে। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকলে তা ধরিয়ে দেওয়ার জন্য সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি বলে ন, আমরা একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছি। আমাদের কাজে কোনো দুর্বলতা থাকলে আপনারা তা তুলে ধরবেন, আমি তাতে খুশিই হবো। যে কোনো জাতীয় দুর্যোগ বা স্বাস্থ্য সংকটে তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং ব্যবস্থা আরও জোরদার করেছে বলেও জানান মন্ত্রী। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

মালয়েশিয়াজুড়ে যৌথ অভিযানে ৫০৩ অবৈধ প্রবাসী আটক

মালয়েশিয়াজুড়ে অবৈধ প্রবাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে দেশটির অভিবাসন বিভাগ (জেআইএম)। রাজধানী কুয়ালালামপুরসহ দেশের ১৬টি স্থানে টানা দুই দিনব্যাপী পরিচালিত সমন্বিত অভি যানে ৫০৩ প্রবাসীকে আটক করা হয়েছে।
একই সঙ্গে দেশজুড়ে বিদেশিদের অবস্থানের ২০০টিরও বেশি `হটস্পট, চিহ্নিত করে সেখানে আরও জোরালো অভিযান চালানোর ঘোষণা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। মালয়েশিয়ার অভিবাসন বিভাগের মহাপরিচালক দাতুক জাকারিয়া শাবান জানান , সোমবার পর্যন্ত পরিচালিত এ অভিযানে অভিবাসন বিভাগ, জাতীয় নিবন্ধন বিভাগ (জেপিএন) এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও জীবনযাত্রার ব্যয় মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন সংস্থার ৮৭৬ জন কর্মকর্তা ও সদস্য অংশ নেন। তিনি বলেন , ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পরিচালিত অভিযানে মোট ২ হাজার ২৬০ জন বিদেশি নাগরিক ও নিয়োগক র্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ এবং তল্লাশি করা হয়। যাচাই -বাছাই শেষে ৫০৩ জনকে আটক করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ভিসা বা পাসের অপব্যবহার , অনুমোদিত সময়ের বেশি অবস্থান , মেয়াদোত্তীর্ণ পাস ব্যবহার এবং বৈধ ভ্রমণপত্র ছাড়া মালয়েশিয়ায় বসবাসসহ বিভিন্ন অভিবাসন আ ইন লঙ্ঘনের অভিযোগ পাওয়া গেছে বলে জানান মহাপরিচালক। তিনি আরও জানান , বিদেশি কর্মীদের নিয়োগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ১২০ জন নিয়োগকর্তা ও অভিভাবকের বিরুদ্ধে সমন জারি করা হয়েছে। তাদের নির্ধারিত সময়ে অভিবাসন বিভাগে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

আগামী জুনের মধ্যে ৪১ লাখ পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হবে

আগামী জুনের মধ্যে সারা দেশে ৪১ লাখ পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হবে বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন , এজন্য ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ঘোষিত বাজেটে বরাদ্দ রাখা হ য়েছে। নির্বাচনের আগে আমরা বলেছিলাম বিএনপি সরকার গঠন করলে সারা দেশে ৪ কোটি পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হবে। আমরা আমাদের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ শুরু করে দিয়েছি। সোমবার (১৩ জুলাই) বেলা ১১টায় বরিশালের গৌরনদীতে ফ্যামিলি কার্ডে র উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন , দেশের প্রত্যেক উপজেলায় ৭০০০ পরিবারের নারী সদস্যরা ফ্যামিলি কার্ড পাবেন। আগামী পাঁচ বছরে নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে চার কোটি পরিবারের নারী সদস্যরা প্রত্যেকে ই ফ্যামিলি কার্ড পেয়ে যাবেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, বিএনপির পাশে যতক্ষণ জনগণ থাকবে ততক্ষণ বিএনপি কোনো বাধা না মেনে দেশের স্বার্থে কাজ করবে। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রথম শ্রেণি থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত নারীদের শিক্ষা গ্রহণ ফ্রি করে দিয়েছিলেন। তাকে অনুসরণ করে বর্তমান বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার প্রথম শ্রেণি থেকে স্নাতক পর্যন্ত নারীদের শিক্ষা ফ্রি করবে। একইসঙ্গে মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেওয়া হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

অনলাইন জুয়ার পেমেন্ট গেটওয়ে পরিচালনা, দুই আসামি রিমান্ডে

অনলাইন জুয়ার বিভিন্ন ওয়েবসাইটে অর্থ লেনদেনের জন্য পেমেন্ট গেটওয়ে পরিচালনার অভিযোগে গ্রেফতার দুই ব্যক্তিকে রিমান্ডে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন আদালত। ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জামসেদ আলম রোববার (১২ জুলাই) শুনানি শেষে এ রিমান্ড মঞ্জুর করেন বলে সোমবার (১৩ জুলাই) ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) প্রসিকিউশন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে। দুই আসামি হলেন মো. আমিনুর ইসলাম (৩৭) ও মো. সাকিব হোসেন (২৮)। তাদের বিরুদ্ধে জুয়া প্রতিরোধ আইন , ২০২৬-এর অধীনে রাজধানীর রমনা থানায় মামলা করা হয়েছে। মামলাটি করেছেন ডিএমপির গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম বিভাগের উপ-পরিদর্শক (এসআই) আমির হামজা। তদন্তের দায়িত্বে রয়েছেন একই বিভাগের এসআই জাকির হোসেন। আদালতে দুই আসামিকে হাজির করে প্রত্যেকের পাঁচদিনের রিমান্ড আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা। শুনানি শেষে আদালত আমিনুর ইসলামের তিনদিনের এবং সাকিব হোসেনের একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

ঢাকায় টানা বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা, বিকল্প সড়ক ব্যবহারের অনুরোধ পুলিশের

গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিপাতের কারণে রাজধানীর বিভিন্ন সড়কের নিচু এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার (১৩ জুলাই) সকাল থেকেও বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কে যান চলাচল ধীরগতির হয়ে পড়েছে। সম্ভব হলে বিকল্প সড়ক ব্যবহার এবং হাতে পর্যাপ্ত সময় নিয়ে চলাচলে অনুরোধ জানানো হয়েছে। গুলশান ট্রাফিক বিভাগ এক বার্তায় জানিয়েছে, বনানী কবরস্থানের পর ঢাকা গেট সংলগ্ন মূল সড়কের ইনকামিং ও আউটগোয়িং উভয় লেনে পানি জমে যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া বনানী -কাকলী এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের র‌্যাম্পের নামার অংশেও হালকা জলাবদ্ধতার কারণে যানবাহন ধীরগতিতে চলাচল করছে। অন্যদিকে , ইসিবি এলাকায় ক্যান্টনমেন্ট গার্লস স্কুলের সামনে পানি জমে থাকায় মিরপুর ডিওএইচএস ও কালশি থেকে ইসিবি হয়ে মাটিকাটা ফ্লাইওভারের দিকে চলাচলকারী যানবাহনের গতি কমে গেছে। এছাড়া যমুনা ফিউচার পার্কের সামনের সড়কে বৃষ্টির পানি জমে থাকা এবং ঢাকা ওয়াসার পাইপলাইন স্থাপনের কাজ চলমান থাকায় ওই এলাকাতেও যান চলাচলে ধীরগতি দেখা দিয়েছে। ট্রাফিক পুলিশ জানায়, বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকলে উল্লিখিত সড়কগুলোতে জলাবদ্ধতার কারণে যানজট আরও বাড়তে পারে।

তাই সম্ভব হলে বিকল্প সড়ক ব্যবহার এবং গন্তব্যে পৌঁছাতে পর্যাপ্ত সময় হাতে নিয়ে বের হওয়ার জন্য নগরবাসীর প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

যুক্তরাজ্যে রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে ধীরগতি

বাংলাদেশের তৃতীয় একক বৃহত্তম রপ্তানি গন্তব্য যুক্তরাজ্য। সদ্য সমাপ্ত ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশটিতে রপ্তানি ১ শতাংশ বেড়ে পৌঁছেছে ৪ দশমিক ৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। এর আগের অর্থবছরে রপ্তানির প্রবৃদ্ধি ছি ল ৩ দশমিক ৩৬ শতাংশ। আয় হয়েছিল ৪ দশমিক ৬২ বিলিয়ন ডলার। একই সময়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো একক রপ্তানি গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি ৪ শতাংশ বেড়ে ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। আর দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি গন্তব্য জার্মানিতে রপ্তানি ১০ দশমিক ৮১ শতাংশ কমে ৪ দশমিক ৭২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমে এসেছে। তবে সদ্য বিদায়ি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের অন্যতম প্রধান বাজার যুক্তরাজ্যে রপ্তানিতে ধীরগতির ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। সামগ্রিক রপ্তানি ১ শতাংশ বাড়লেও, এ সময়ে দেশটিতে মোট পোশাক রপ্তানি শূন্য দশমিক ৯১ শতাংশ বেড়ে ৪ দশমিক ৩৪ বিলিয়ন ডলার থেকে ৪ দশমিক ৩৮ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। দেশটিতে মোট রপ্তানির ৯৩ দশমিক ৮ শতাংশ এসেছে তৈরি পোশাক থেকে। বিশ্বে বাংলাদেশের মোট পোশাক রপ্তানিতে যুক্তরাজ্যের অংশও ১১ দশমিক ০৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ১১ দশমিক ৩৪ শতাংশে পৌঁছেছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

সেনাবাহিনী বারবার দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বরিশালের বাবুগঞ্জে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ মহড়া পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে তিনি বলেন , জাতীয় সংকট মোকাবিলা, দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং আইন -শৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনী বারবার পেশাদারিত্ব , সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সোমবার (১৩ জুলাই) বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার পূর্ব রহমতপুর এলাকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ মহড়াস্থলে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী। পরে তিনি পায়ে হেঁটে বিস্তীর্ণ জঙ্গল জুড়ে সেনাসদস্যদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করেন। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, মহড়া চলাকালে প্রধানমন্ত্রী তারে ক রহমান দুর্গম ও ঘন জঙ্গলের ভেতর সেনাসদস্যদের অবস্থান গ্রহণ, চলাচল এবং বাস্তব যুদ্ধ পরিস্থিতির উপযোগী বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। এ সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তারা তাকে মহড়ার বিভিন্ন দিক এবং সেনাসদস্যদের কৌশলগত প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত করেন। প্র ধানমন্ত্রী এ সময় শত্রুপক্ষের ড্রোন শনাক্ত ও প্রতিরোধে ব্যবহৃত অ্যান্টি -ড্রোন মাল্টি-ব্যারেল সিস্টেমের কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন। সংশ্লিষ্ট সেনা কর্মকর্তারা তাকে এই প্রতিরক্ষাব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি ও যুদ্ধক্ষেত্রে এর ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা দেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

কাতারের সাবেক আমিরের মৃত্যুতে শোক বইয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর সই

কাতারের সাবেক আমির শেখ হামাদ বিন খলিফা আল থানির মৃত্যুতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে রাজধানীর গুলশানস্থ কাতার দূতাবাসে খোলা শোক বইয়ে সই করেছেন স্থানীয় সরকার , পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সোমবার (১৩ জুলাই) সরকারের জ্যেষ্ঠতম মন্ত্রী হিসেবে তিনি এ শোকবার্তায় সই করেন। এসময় প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন। শোকবার্তায় মন্ত্রী শেখ হামাদ বিন খলিফা আল থানির মৃ ত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বাংলাদেশ সরকার , বাংলাদেশের জনগণ এবং নিজের পক্ষ থেকে কাতার সরকার, রাজপরিবার ও ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের প্রতি গভীর সমবেদনা ও আন্তরিক সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেন। মন্ত্রী উল্লেখ করেন , বাংলাদেশ কাতারের সঙ্গে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ , আন্তরিক ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে মূল্যায়ন করে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

আশ্রয়কেন্দ্রে থাকা ৭০০ পরিবারের পাশে সিএমপি, চলছে ত্রাণ বিতরণ

চট্টগ্রাম নগরীতে ভারী বর্ষণ ও জলাবদ্ধতায় আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান নেওয়া অসহায় মানুষের পা শে দাঁড়িয়েছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি)। নগরীর বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে থাকা ৭০০ পরিবারের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছে সংস্থাটি। সিএমপি কমিশনার হাসান মো . শওকত আলীর উদ্যোগে নগরীর বিভিন্ন এলাকায় এ ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। রোববা র (১২ জুলাই) রাত ৮টা ১৫ মিনিটে নগরের আকবর শাহ্ থানাধীন ফিরোজ শাহ্ কলোনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানরত ৯৫টি পরিবারের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন সিএমপির উপ -পুলিশ কমিশনার (পশ্চিম) মো. আলমগীর হোসেন এবং আকবর শাহ্ থানা র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামরুজ্জামান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

হাটহাজারী ও ফটিকছড়িতে সেনাবাহিনীর ত্রাণ বিতরণ

চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও ফটিকছড়ি উপজেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গত মানুষের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। সোমবার (১৩ জুলাই) সেনাবাহিনীর সদস্যরা বন্যাকবলিত বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে পানিবন্দি ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের কাছে খাদ্যসামগ্রী, বিশুদ্ধ পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেন। একইসঙ্গে তারা দুর্গত মানুষের খোঁজ-খবর নেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন। সেনাবাহিনী সূত্র জানায়, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। দুর্গম ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকায়ও প্রয়োজনীয় সহায়তা পৌঁছে দিতে সেনাসদস্যরা কাজ করছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সেনাবাহিনীর এই মানবিক সহায়তা দুর্গত মানুষের জন্য স্বস্তি এনে দিয়েছে। অনেক পরিবার কয়েকদিন ধরে পানিবন্দি থাকায় খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির সংকটে ভুগছিল। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে উদ্ধার, ত্রাণ বিতরণ ও অন্যান্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রম চলমান থাকবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

জুয়ার অর্থ বিদেশে পাচার, গ্রেফতার ২

অনলাইন জুয়া ও অবৈধ অর্থপাচার চক্রের বিরুদ্ধে চলমান অভিযানে আরও দুই সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। গ্রেফতাররা হলেন- নড়াইল সদর উপজেলার তুলারামপুর এলাকার মো. জসিম উদ্দীন (৩৩), যিনি নগদের ইউএসও হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং একই উপজেলার মালিয়াট এলাকার সুমন রায় (২৮)। সিআইডি জানায়, গ্রেফতাররা অনলাইন জুয়ার অর্থ থেকে কমিশন কেটে বিভিন্ন ব্যাংক হিসাব ও ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিদেশে অর্থপাচারে জড়িত ছিলেন। সোমবার (১৩ জুলাই) দুপুরে সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, গ্রেফতার সুমন রায় একটি বিদেশি অনলাইন জুয়া সাইটের অ্যাডমিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। গত ১২ জুলাই রাতে নড়াইলের রূপগঞ্জ বাজার এলাকার একটি নগদ ডিস্ট্রি বিউশন হাউজ থেকে মো. জসিম উদ্দীনকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তুলারামপুর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে সুমন রায়কে গ্রেফতার করা হয়। সিআইডি জানায়, নিয়মিত সাইবার মনিটরিংয়ের সময় দেশের ভেতর ও বিদেশ থেকে পরিচালিত বিভিন্ন অনলাইন বেটিং ওয়েবসাইটের কা র্যক্রম শনাক্ত করে সাইবার পুলিশ সেন্টার (সিপিসি)। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এসব জুয়ার সাইটের প্রচারণা চালিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট এবং ফুটবলসহ বিভিন্ন খেলাকে কেন্দ্র করে অর্থের বিনিময়ে বেটিং পরিচালনা করা হচ্ছিল। এ ঘটনায় সিআইডি বাদী হয়ে গত ১৭ মে পল্টন থানায় সাইবা র সুরক্ষা আইনে বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

সাবেক প্রতিমন্ত্রী নজরুল ইসলাম চৌধুরী মারা গেছেন

চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ-সাতকানিয়া-আংশিক) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য, সাবেক শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরী মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। সোমবার (১৩ জুলাই) ভোর ৪টা ১৫ মিনিটে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নজরুল ইসলা ম চৌধুরীর ভাতিজা নাহিয়ান চৌধুরী। তিনি জানান, আজ রাত ১০টায় চট্টগ্রাম নগরীর বাসার সামনে (বিভারলি হিল সোসাইটি) প্রথম জানাজা এবং আগামীকাল বেলা ১১টায় চন্দনাইশের কাঞ্চনাবাদ উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। পরিবারের সদস্যরা জানান, তিনি দীর্ঘদিন ধ রে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, দুই মেয়ে, আত্মীয়স্বজন ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। নজরুল ইসলাম চৌধুরী চট্টগ্রাম -১৪ (চন্দনাইশ-সাতকানিয়া আংশিক) আসন থেকে তিনবার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। সর্বশেষ ২০২৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ছাত্র -জনতার অভ্যুত্থানের পর আওয়ামী লীগ সরকারের পতন এবং জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত হলে তার সংসদ সদস্যের দায়িত্বেরও অবসান ঘটে। তার মৃত্যুতে চন্দনাইশ ও সাতকানিয়াসহ চট্টগ্রা মের রাজনৈতিক অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতারা তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রামের ২১টি স্লুইস গেট সচল হলে জলাবদ্ধতা অনেকটাই কমবে: পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী

চট্টগ্রাম নগরের ২১টি স্লুইস গেট পুরোপুরি সচল হলে জলাবদ্ধতা অনেকাংশে কমে আসবে বলে জানিয়েছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ। তিনি বলেন, এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও সংস্থাগুলো সমন্বিতভাবে কাজ করছে। সোমবার (১৩ জুলাই) দুপুরে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন কার্যালয়ে নগরের জলাবদ্ধতা নিরসনে পানি উন্নয়ন বোর্ডের চলমান প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন ২১টি স্লুইস গেটের অগ্রগতি এবং প্রকল্পটি চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের কাছে হস্তান্তর বিষয়ে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় তি নি এসব কথা বলেন। সভায় জানানো হয়, ১ হাজার ৬২০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির প্রায় ৯৫ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ দ্রুত শেষ করে প্রকল্পটি চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের কাছে হস্তান্তর করা হবে। একইসঙ্গে স্লুইস গেটগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে

সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিরা বিভিন্ন মতামত তুলে ধরেন। প্রকল্প পরিচালক জানান, বর্ষা মৌসুমে জোয়ারের পানি নিয়ন্ত্রণ এবং বৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাশনে এসব স্লুইস গেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এর মাধ্যমে নগরের বন্যা নিয়ন্ত্রণ , জলাবদ্ধতা নিরসন এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

২৫ বছর পূরণ হওয়ার আগে পদত্যাগ করলে পেনশন পাবেন না সরকারি চাকরিজীবীরা

সরকারি চাকরিতে ২৫ বছরের সময়কাল পূর্ণ করার আগে কোনো কর্মচারী স্বেচ্ছায় অবসরে গেলে বা পদত্যাগ করলে তিনি পেনশন সুবিধা পাবেন না। সুপ্রিম কোর্টে র আপিল বিভাগ এ রায় ঘোষণা করেছেন। একইসঙ্গে রায়ে আদালত বলেছেন, সরকারি চাকরি কেবল স্বল্পমেয়াদি জীবিকার জন্য পরিকল্পিত নয় ; বরং এটি একটি সুসংগঠিত পেশাজীবন। যেখানে ধারাবাহিকতা, জবাবদিহি এবং অবিচল প্রাতিষ্ঠানিক আনুগত্য থাকা আবশ্যক। সম্প্রতি এ রায় দেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। এর আগে , সরকারি চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে পেনশন সুবিধা না পাওয়া সংক্রান্ত বাংলাদেশ সার্ভিস রুলসের অংশবিশেষ সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করে হাইকোর্টের রায় দেন। ওই রায়ের বিরুদ্ধে সরকারের আপিল মঞ্জুর এবং হা ইকোর্টের রায় বাতিল করে এ রায় ঘোষণা করেন আপিল বিভাগ। গত ১১ মার্চ ওই রায় দেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মো . রেজাউল হকের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আপিল বিভাগের বেঞ্চ। রায়ের পর্যবেক্ষণে আপিল বিভাগ বলেছেন , নির্ধারিত ২৫ বছরের যোগ্যতাসম্পন্ন চাকরিকাল পূর্ণ হওয়ার আগেই যদি অবসর ভাতা (পেনশন) ও অন্যান্য অবসর-সুবিধা অবাধে প্রদান করা হয়, তবে তা সরকারি চাকরিতে প্রত্যাশিত শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদি অঙ্গীকারকে দুর্বল করে দিতে পারে। গত বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) আপিল বিভাগের দেওয়া ২৮ পৃষ্ঠার ওই রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি সু প্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। মূল রায়টি লিখেছেন বিচারপতি ফারাহ মাহবুব। রায়ের বিষয়টি রোববার (১২ জুলাই) গণমাধ্যমের সামনে আসে। রায় ঘোষণার দিন আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের শুনানিতে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আরশাদুর রউফ , ব্যারিস্টার অনীক আর হক ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ। এছাড়া রিট আবেদনের পক্ষে রিটকারী মো. মাহবুব মোরশেদ নিজেই শুনানি করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

বন্যা-পাহাড়ধসে ৫৪ মৃত্যু, ক্ষতিগ্রস্ত ৬ লাখের বেশি মানুষ

দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে টানা অতিবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল ও পাহাড়ধসের ঘটনায় এখন পর্যন্ত ৫৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ৩৯ জন। বন্যা ও পাহাড়ধসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৬ লাখ ৯ হাজার ৪১১ জন এবং পানিবন্দি রয়েছেন ১ লাখ ৫৫ হাজার ৩১১টি পরিবারের সদস্যরা। সোমবার (১৩ জুলাই) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের হালনাগাদ তথ্য থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী , বর্তমানে খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জসহ সাতটি জেলা বন্যায় আক্রান্ত। এসব জেলার ৫৯টি উপজেলা এবং ৩৩৪টি ইউনিয়ন ও ১২টি পৌরসভা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মারা যাওয়া ৫৪ জনের মধ্যে কক্সবাজারে সর্বোচ্চ ৩১ জন, চট্টগ্রামে ১৩ জন, বান্দরবানে ৬ জন, রাযামাটিতে ৩ জন এবং মৌলভীবাজারে ১ জন রয়েছেন। আহতদের মধ্যে কক্সবাজারে ২৪ জন, চট্টগ্রামে ১২ জন, বান্দরবানে ২ জন ও খাগড়াছড়িতে ১ জন রয়েছেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

বৃষ্টি-জলাবদ্ধতায় ঢাকায় দিনে ক্ষতি শত কোটি টাকা

চলতি মৌসুমের মধ্যে একদিনে রেকর্ড ১৭৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতের দেখা পেয়েছে রাজধানী ঢাকা। রোববারের (১২ জুলাই) এই ভারী বর্ষণের জেরে মহানগরীর বহু রাস্তা এখনো তলিয়ে রয়েছে। জ লজটে সৃষ্ট স্থবিরতার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে পড়েছে নেতিবাচক প্রভাব। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নিউমার্কেট , এলিফ্যান্ট রোড , পান্থপথ, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়াসহ বিভিন্ন এলাকার দোকানপাট ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। সেখানে ব্যবসায়ীদের মালামাল নষ্ট হয়ে গেছে। বহু অফিস ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ছিল বন্ধ। সেবা দিতে পারেনি ডেলিভারি সার্ভিস পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও। কিছু এলাকার প্রতিষ্ঠানে এখনো পানি প্রবেশের শঙ্কা করা হচ্ছে। রোববারের বৃষ্টিতে একদিনে রাজধানীর ব্যবসা-বাণিজ্যে কী পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে , তাৎক্ষণিকভাবে এর সঠিক পরিসংখ্যান না মিললে ও কেউ কেউ বলছেন , ১০০ থেকে ১৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলছেন, জলাবদ্ধতা ও ভারী বৃষ্টি থাকলে ঢাকায় দিনে ১৫০ থেকে ২০০ কোটি টাকার বেচা-কেনা কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, আর সারাদেশে দিনে ৫০০ থেকে ৭০০ কোটি টাকার বিক্রি কমে যেতে পারে। বিশ্বব্যাংকের ২০১৫ সালের `ক্লাইমেট অ্যান্ড ডিজাস্টার রেজিলেন্স অব গ্রেটার ঢাকা এরিয়া , শীর্ষক গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, জলাবদ্ধতা নিরসনে দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে ২০১৪ থেকে ২০৫০ সালের মধ্যে ঢাকার মোট ১১ হাজার কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের চরম বৈরী আবহাওয়া যুক্ত হলে এ ই ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে ১৩ হাজার ৯০০ কোটি থেকে ১৪ হাজার কোটি টাকা। এই দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাসের বাইরে ঢাকা শহরে জলাবদ্ধতার কারণে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার সরাসরি আর্থিক ক্ষতি হয়ে থাকে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

কুমিল্লায় নৌকায় চড়ে এইচএসসি পরীক্ষা দেওয়া সেই কেন্দ্র পরিবর্তন

তিন ঘণ্টার বৃষ্টিতে কুমিল্লা নগরীর রাস্তা -ঘাট ডুবে গেছে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা। কোমর সমান পানি ঠেলে ভেজা কাপড়ে নৌকায় চড়ে পরীক্ষায় অংশ নেন ছাত্র -ছাত্রীরা। তাদের ভোগান্তির কথা বিবেচনা করে কুমিল্লা নগরীর সেই কেন্দ্রটি পরিবর্তন করেছে শিক্ষা বোর্ড। সোমবার (১৩ জুলাই) সকালে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগের পদার্থবিজ্ঞান, ব্যবসা বিভাগের হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্র এবং মানবিক বিভাগের যুক্তিবিদ্যা প্রথম পত্র অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা শেষে কুমিল্লা উচ্চমা ধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম বলেন, "আগামী পরীক্ষার জন্য কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজকেন্দ্রের পরীক্ষার্থীরা নগরীর অজিত গুহ মহাবিদ্যালয় কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হয়ে পরীক্ষা দেবে। পরবর্তীতে অন্যান্য পরীক্ষার জন্য যে সি দ্ধান্ত হয়, সেটি আবারও জানিয়ে দেওয়া হবে।„ (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

রাজশাহীতে ৫ দিনে পদ্মার পানি বেড়েছে ৭৪ সেন্টিমিটার

উজান থেকে নেমে আসা ঢলের প্রভাবে রাজশাহীতে পদ্মা নদীর পানির উচ্চতা আবারও বাড়ছে। গত পাঁচদিনের পর্যবেক্ষণে রাজশাহী পয়েন্টে পদ্মা নদীর পানির উচ্চতা ০.৭৪ মিটার (৭৪ সেন্টিমিটার) বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে নদীর পানি এখনও বিপৎসীমার অনেক নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো)। পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী মো . আরিফুর রহমান অঙ্কুর জানান , পদ্মা নদীর রামপুরা -বোয়ালিয়া গেজ স্টেশনে ৯ জুলাই সকাল ৬টায় পানির উচ্চতা ছিল ১০.৩৪ মিটার। এরপর প্রতিদিনই নদীর পানি বাড়তে থাকে। ১০ জুলাই তা বেড়ে হয় ১০.৪০ মিটার, ১১ জুলাই ১০.৫৭ মিটার, ১২ জুলাই ১০.৮৫ মিটার এবং সর্বশেষ ১৩ জুলাই সকাল ৬টায় পানির উচ্চতা দাঁড়ায় ১১.০৮ মিটার। অর্থাৎ ৯ থেকে ১৩ জুলাই পর্যন্ত পাঁচদিনের ব্যবধানে পদ্মা নদীর পানির উচ্চতা ৭৪ সেন্টিমিটার বেড়েছে। পাউবোর তথ্য অনুযায়ী , রাজশাহী পয়েন্টে পদ্মা নদীর বিপৎসীমা ১৮.০৫ মিটার (এমএসএল)। বর্তমানে নদীর পানি বিপৎসীমার প্রায় ৬.৯৭ মিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এদিকে নও হাটা গেজ স্টেশনে বারনই নদীর পানির উচ্চতাও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ৯ জুলাই সকাল ৬টায় নদীটির পানির উচ্চতা ছিল ১১.৩৬ মিটার। ১৩ জুলাই সকাল ৬টায় তা বেড়ে ১৩.২৪ মিটারে পৌঁছায়। ফলে একই সময়ে বারনই নদীর পানির উচ্চতা ১.৮৮ মিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীটির বিপৎসীমা ১৩.৯৬ মিটার হওয়ায় বর্তমানে পানি বিপৎসীমার ০.৭২ মিটার নিচে রয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

৯ জেলায় বন্যা পরিস্থিতি অবনতির শঙ্কা

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলের ৯টি জেলার নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলে আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কোথাও কোথাও স্বল্পমেয়াদি বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি অথবা বিদ্যমান পরিস্থিতির আরও কিছুটা অবনতি হতে পারে। সোমবার (১৩ জুলাই) পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নিয়মিত পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সংস্থাটির সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী , উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, শেরপুর ও ময়মনসিংহ এবং উত্তরাঞ্চলের নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর ও কুড়িগ্রাম জেলার নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলে কোথাও কোথাও স্বল্পমেয়াদি বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি অথবা অবনতি হতে পারে। এছাড়া পূর্বাভাস কেন্দ্র জানিয়েছে , বর্তমানে দেশের চা রটি নদীর চারটি স্টেশনে পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এগুলো হলো - সুরমা নদীর ছাতক (সুনামগঞ্জ), কুশিয়ারা নদীর মারকুলি (সুনামগঞ্জ) ও ফেঞ্চুগঞ্জ (সিলেট) এবং সোমেশ্বরী নদীর কলমাকান্দা (নেত্রকোনা) স্টেশন। অন্যদিকে, পার্বত্য অঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির উন্ন তির আভাস দিয়েছে পূর্বাভাস কেন্দ্র। আগামী ২৪ ঘণ্টায় বান্দরবান, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার সাঙ্গু ও মাতামুহুরী নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি অব্যাহত থাকতে পারে বলে পূর্বাভাসে উল্লেখ করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

বন্যা পরিস্থিতিতে এইচএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষা স্থগিতের দাবি ছাত্রদলের

দেশজুড়ে আকস্মিক বন্যা , অতিবর্ষণ ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া পরিস্থিতির কারণে চলমান এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষাসহ অন্যান্য বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সাময়িকভাবে স্থগিতের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তা বাদী ছাত্রদল। সোমবার (১২ জুলাই) এক যৌথ বিবৃতিতে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি মানবিক বিবেচনায় এ বিষয়ে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। বিবৃতিতে ছাত্রদলের নেতারা বলেন , দেশের বিভিন্ন এলাকায় চলমান অতিবর্ষণ , সাত জেলায় পাহাড়ি ঢল ও আকস্মিক বন্যার কারণে লাখ লাখ পরীক্ষার্থী প্রস্তুতিতে পিছিয়ে পড়েছে। পাশাপাশি সার্বিক নিরাপত্তা ঝুঁকি , মানসিক বিপর্যয় এবং চরম যাতায়াত সংকটের মুখে পড়েছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। এ পরিস্থিতিতে চলমান এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার পাশাপাশি অন্যান্য বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাও সাময়িকভাবে স্থগিত করা প্রয়োজন। বিবৃতিতে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য উল্লেখ করে বলা হয়, বন্যায় ইতোমধ্যে দেশের সাত জেলায় ২ লাখ ৬৭ হাজার ৯১৮টি পরিবার পানিবন্দি হয়েছে পড়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০ লাখ ২২ হাজার ৯৬৩

জনে। উপদ্রুত এলাকার অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। রাস্তাঘাট তলিয়ে যাওয়ায় পরীক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছানোও কঠিন হয়ে পড়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

সারোয়ার আলমগীর যেন সংসদে যেতে না পারেন, আপিল জামায়াত প্রার্থীর

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম -২ আসনে বিএনপির প্রার্থী সারোয়ার আলমগীরের মনোনয়নপত্র বাতিল বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আবেদন করেছেন ওই আসনের জামায়াত প্রার্থী মুহাম্মদ নুরুল আমীন। সোমবার (১৩ জুলাই) সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় এ আবেদন করা হয়। আবেদনে নুরুল আমীন হাইকোর্টের রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত চেয়েছেন এবং সারোয়ার আলমগীর যেন আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সংসদ অধি বেশনে অংশ নিতে না পারেন , সেজন্য নিষেধাজ্ঞা চেয়েছেন। আপিল আবেদনটি পূর্ণাঙ্গ ও নিয়মিত বেঞ্চে শুনানির জন্য আগামী রোববার (১৯ জুলাই) দিন ঠিক করেছেন চেম্বার জজ আদালত। এ সংক্রান্ত বিষয়ে করা আপিল আবেদনের শুনানি নিয়ে সোমবার (১৩ জুলাই) সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ফারাহ মাহবুব এ আদেশ দেন। চেম্বার জজ আদালতে আজ আবেদনকারীর পক্ষে ছিলেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনির ও আইনজীবী আজিম উদ্দিন পাটোয়ারী। সারোয়ার আলমগীরের পক্ষে ছিলেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট আহসানুল করিম ও আইনজীবী ব্যারিস্টার নাসির উদ্দীন আহমেদ অসীম। এর আগে, সারোয়ার আলমগীর যেন আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সংসদ অধিবেশনে অংশ নিতে না পারেন , সেজন্য জামায়াতের এ প্রার্থী হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত চেয়ে আবেদন করেন। সেখানে তিনি এ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা চেয়েছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

মডেল মসজিদ নির্মাণের ব্যয় তদন্তে আজই নির্দেশ দেওয়া হবে

মডেল মসজিদ নির্মাণে কত ব্যয় হয়েছে এবং কতগুলো মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে তা তদন্তে আজই মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। সোমবার (১৩ জুলাই) জাতীয় সংসদের অধিবেশনে সংসদ সদস্য জয়নুল আবদিন ফারুকের এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা জানান। এদিন সংসদে ধর্মমন্ত্রীর পক্ষে প্রশ্নের জবাব দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এ সময় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। প্রশ্ন করার জন্য দাঁড়িয়ে জয়নুল আবেদিন ফারুক বলেন, ”এখন নতুন মসজিদের দরকার নেই। অতীতে যারা মডেল মসজিদের ব্যয় ১৩ কোটিকে ২১ কোটি করেছে, সেই বিষয়গুলো দেখেন। সব মসজিদ ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। মানুষ নামাজ ...,সেনবাগেরটায় ঢোকা যায় না , পানি পড়ে। বিষয়গুলো আমি ধর্মমন্ত্রীর কাছে জানবো যে, বিষয়গুলো একটা তদন্ত করে যারা ১৩-কে ২১ করেছে, এই বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে কি না।„ এরপর ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন , ”আপনি বললেন, এ কারণে আমারও বলতে ইচ্ছা হচ্ছে। আপনার সেনবাগে যে অবস্থা , আমার দুর্গাপুরে তার চেয়ে ভয়াবহ অবস্থা। সামনে বিরাট বড়ো একটা পুকুর, এর পেছনে মডেল মসজিদ। একটা ব্রিজ করে মডেল মসজিদে যেতে হবে। স্থানীয় লোকজন নাম দিয়েছেন তাজমহল। যেহেতু মসজিদের সামনে বিরাট বড়ো পুকুর , তাজমহলের দৃশ্যটা যেমন পানির সামনে বা পেছনে একটা আছে , ওইটাও ওইরকম নাম দিয়েছে যে, এইটা দুর্গাপুরের তাজমহল।„ (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

বন্যায় মানুষ মারা যাচ্ছে অথচ প্রধানমন্ত্রী গেলেন বরিশালে

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন , বন্যার সময় মানুষ পানিবন্দি , গবাদিপশু ডুবে যাচ্ছে, প্রাণহানি ঘটছে। অথচ প্রধানমন্ত্রী দুর্গত এলাকায় না গিয়ে অন্য কর্মসূচিতে গেলেন বরিশালে। জনগণ তাকে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত করেছে , ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডের জন্য নয়। সোমবার (১৩ জুলাই) সন্ধ্যা ৬টার দিকে নওগাঁর বদলগাছী ডাকবাংলো মোড়ে এনসিপির `দেশ গড়তে জুলাই পদযাত্রা, কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, বন্যায় গরু ডুবে যাচ্ছে, মানুষ মারা যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী সেখানে না গিয়ে গেলেন বরিশালে। এর আগের দিন ঢাকা মেডিকেলে গেলেন প্রিয় জুবাইদা রহমানের সঙ্গে , সেলফি তুললেন। বিয়ের আগে মানুষ প্রেম করে শুনেছি, এখন প্রধানমন্ত্রী বিয়ের পরও প্রেম করছেন। বাংলাদেশের মানুষ শুধু প্রেমই দেখছে, পরিবর্তন দেখছে না। আপনি প্রেম করলে রুমে করেন। আপনাকে আমরা ভোট দিয়েছি সংস্কার বাস্তবায়ন করার জন্য, বিচার করার জন্য, আওয়ামী লীগের গুন্ডা-সন্ত্রাসীদের শায়েস্তা করার জন্য, বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। আপনাকে লাল বাসে ঘুরে ঘুরে প্রেম করার জন্য মানুষ প্রধানমন্ত্রী বানায়নি। এইচএসসি পরীক্ষা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আপনাদের সন্তানরা সাঁতার কেটে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী -প্রতিমন্ত্রী যদি এসি কক্ষে বসে না থেকে মাঠে যেতেন, নৌকার ব্যবস্থা করতেন বা পানিবন্দি এলাকায় বিকল্প কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়ার উদ্যোগ নিতেন , তাহলে শিক্ষার্থীরা দুর্ভোগে পড়ত না। সরকার চাইলে একদিন পরীক্ষা পেছালেও কোনো সমস্যা হতো না।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

১৩ বছরেও চালু হয়নি ইমিগ্রেশন, সম্ভাবনা হারাচ্ছে সোনাহাট বন্দর

দেশের ১৮তম স্থলবন্দর হিসেবে যাত্রা শুরুর ১৩ বছর পেরিয়ে গেলেও কুড়িগ্রামের সোনাহাট স্থলবন্দরে এখনো চালু হয়নি ইমিগ্রেশন কার্যক্রম। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও দ্বিপক্ষীয় সিদ্ধান্তের অভাব , যোগাযোগ সংকট ও দীর্ঘসূত্রতার কারণে কার্যত থমকে আছে এ বন্দরের পূর্ণ বিকাশ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন , উত্তরের সীমান্ত জেলা কুড়িগ্রামের এ সোনাহাট স্থলবন্দরকে একসময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নতুন সম্ভাবনার কেন্দ্র হিসেবে দেখা হয়েছিল। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভারতের আসাম, ধুবড়ি, কোচবিহার, মেঘালয় এবং প্রতিবেশী দেশ ভুটানের সঙ্গে সহজ যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ রয়েছে এখানে। এ সুবিধার কারণে বন্দরটি দেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় স্থলবন্দর হিসেবে বিবেচিত হলেও , ইমিগ্রেশন কার্যক্রম চালু না হওয়ায় সব সম্ভাবনার দুয়ার বন্ধ হয়ে আছে। ব্যবসায়ী ও স্থানীয় অংশীজনদের মতে, দ্রুত ইমিগ্রেশন চা লু করে ভারতের উত্তর -পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো ও ভুটানের সঙ্গে সরাসরি যাত্রী চলাচল ও বাণিজ্য শুরু করা গেলে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক চিত্রে বড়ো পরিবর্তন আনা সম্ভব।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

মৌলভীবাজারে গবাদিপশু নিয়ে বিপাকে বন্যাকবলিত এলাকার মানুষ

চলমান বন্যায় মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ , কুলাউড়া, রাজনগর ও সদর উপজেলার প্রায় ২৮টি ইউনিয়নের মানুষ গবাদিপশু নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন। বন্যার পানিতে বসতঘর ও চারণভূমি তলিয়ে যাওয়ায় দেখা দিয়েছে তীব্র গো -খাদ্য সংকট। খাদ্যের অভাবে অনেক গবাদিপশু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে অনেকে কম দামে গরু বিক্রি করতেও পারছেন না। সরেজমিনে রাজনগর , কমলগঞ্জ ও কুলাউড়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ঘুরে দেখা যায় , নদ-নদীর পানি কমতে শুরু করায় বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে রয়েছেন গবাদিপশুর মালিকরা। বিস্তীর্ণ এলাকা কয়েকদিন পানির নিচে থাকায় ঘাস ও গো -খাদ্য পচে নষ্ট হয়ে গেছে। মাঠে পশু চরানোর সুযোগ না থাকায় অনেকেই গবাদিপশু উঁচু স্থানে বা সড়কের পাশে বেঁধে রেখেছেন। কেউ কেউ ধানের গুঁড়া ও শুকনা খড় খাইয়ে পশুগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। গবাদিপশু নিয়ে বিপাকে পড়া মানুষেরা জানান , গত ৪দিন ধরে একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে গবাদিপশুগুলো। অনেক পশু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। চরম গোখাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। সবকিছুই বন্যার পানির তলে থাকায় একটা গন্ধ নাকে আসছে। এজন্য পানি কমার পরেও খাবার খাচ্ছে না পশুরা। শুধুমাত্র খড় ছাড়া আর কিছুই খাবার দেওয়া যাচ্ছে না। পা নি কমলেও ঘাস ও গোখাদ্য পচে গেছে। জেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায় , চলমান বন্যায় পশুর কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে , তা সঠিক তথ্য পেতে এক -দুইদিন সময় লাগবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

সংরক্ষিত এমপিদের দায়িত্ব পুরো বাংলাদেশ: সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

জাতীয় সংসদ অধিবেশনে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের কাজের পরিধি ও নির্বাচনি এলাকা নিয়ে বিরোধী দল সমালোচনা করেছে। বিরোধী দলের সংসদ সদস্য আখতার হোসেনের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে সরকারের নীতিগত অবস্থান এবং সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদের স্পষ্ট ব্যাখ্যা দি য়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। সোমবার (১৩ জুলাই) জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে ডেপুটি স্পিকারের সভাপতিত্বে পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে সরকারের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দেন আখতার হোসেন। এর পরই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অধিবেশনে পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য আখতার হোসেন অভিযোগ করে বলেন , সরকারি দলের একজন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য বক্তব্য দেওয়ার সময় দুটি সংসদীয় আসনকে তার ‵অতিরিক্ত দায়িত্ব, হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি আরও জানান , ওই এলাকায় যাওয়ার পর স্থানীয় রাজনৈতি ক মহলে এমন প্রচার চালানো হচ্ছে যে, নির্বাচিত মূল এমপি সেখানে বড়ো বিষয় নন , বরং সংরক্ষিত আসনের এমপিই সেখানকার সব কাজ পরিচালনা করবেন। একই বিষয়ে সরকারের একজন প্রতিমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর আগের বক্তব্যের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে দাবি করে আখতার হোসেন প্রশ্ন তোলেন, এই অতিরিক্ত দায়িত্বের সাংবিধানিক ভিত্তি এবং এর আওতা আসলে কতটুকু। শুধু বিরোধী দলের জেতা আসনগুলোতেই কেন এই ধরনের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করে তিনি জানতে চান, এর মাধ্যমে দেশে কোনো ভিন্ন একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে কি না। এই সামগ্রিক বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক ও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করেন তিনি। বিরোধীদলীয় সদস্যের এই গুরুতর প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাঁড়িয়ে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে স্পষ্ট করেন। মন্ত্রী জানান , উত্থাপিত বিষয়টি আজ পয়েন্ট অব অর্ডার না হলেও এর একটি জরুরি এবং সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, এই মহান জাতীয় সংসদ ৩০০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত এবং এর অতিরিক্ত আরও ৫০ জন সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য নিয়ে সংসদ গঠিত হবে। ৩০০ আসনের ক্ষেত্রে ডিলিমিটেশন অ্যাক্ট বা সীমা না নির্ধারণ আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট আঞ্চলিক এলাকা বা সীমানা প্রযোজ্য হলেও সংরক্ষিত আসনের মহিলা সংসদ সদস্যদের ক্ষেত্রে তা খাটবে না। সংরক্ষিত আসনে যারা নির্বাচিত হয়েছেন, তাদের নির্বাচনি এলাকা বা লিমিটেড এরিয়া হচ্ছে সমগ্র বাংলাদেশ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রাম বন্দর পরিচালনায় ডেনমার্কের সঙ্গে চুক্তি বাতিলে পরিকল্পনা নেই

চট্টগ্রাম বন্দরের লালদিয়া কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনায় ডেনমার্কভিত্তিক এপিএম টার্মিনালসের সঙ্গে করা কনসেশন চুক্তি বাতিল বা পুনঃচুক্তির কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই । এমনটি জানিয়েছেন নৌ -পরিবহণমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। সোমবার (১৩ জুলাই) জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে লক্ষ্মীপুর -১ আসনের সংসদ সদস্য মো . শাহাদাত হোসেনের এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন , সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব (পিপিপি) আইন ও সংশ্লিষ্ট নীতিমালা নিখুঁতভাবে অনুসরণ করে বাংলাদেশ ও ডেনমার্ক সরকারের সরকার-টু-সরকার (জি-টু-জি) কাঠামোর আওতায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় এই চুক্তিটি সম্পাদন করা হয়েছে। সংসদকে নৌপরিবহণ মন্ত্রী জানান , পরিবেশবান্ধব ও টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে ২০২১ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ ও ডেনমার্ক সরকারের মধ্যে প্রথম একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালের ২১ মে ডেনমার্কভিত্তিক মার্স্ক গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এপিএম টার্মিনালস কর্ণফুলী নদীর ডান তীরে একটি কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণের আনুষ্ঠানিক প্র স্তাব দেয়। তিনি আরও জানান , পরবর্তীতে ২০২৩ সালের ২৯ নভেম্বর অর্থনৈতিক বিষয়ক সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি প্রকল্পটিকে নীতিগত অনুমোদন দেয় এবং ২০২৪ সালের ৩ জানুয়ারি বাংলাদেশ - ডেনমার্ক প্রথম পিপিপি জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম সভায় ডেনমার্ক সরকার এপিএম টার্মিনালসের মা ধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে চূড়ান্ত সম্মতি জানায়। এরপর ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশন (IFC) ট্রানজ্যাকশন অ্যাডভাইজার হিসেবে প্রয়োজনীয় ডিউ ডিলিজেন্স ও সব আইনি পরীক্ষা -নিরীক্ষা সম্পন্ন করার পর ২০২৫ সালের ১৭ নভেম্বর চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও এপিএমটি বিভি-এর মধ্যে ঐতিহাসিক কনসেশন চুক্তিটি সই হয়। মন্ত্রী এই প্রকল্পের সময়সীমা উল্লেখ করে জানান, চুক্তিটির মোট মেয়াদ ৩৩ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রথম তিন বছর নির্মাণকাল এবং পরবর্তী ৩০ বছর পরিচালনাকাল হিসেবে গণ্য হবে। তবে চুক্তির শর্তানুযায়ী পরবর্তী তে আরও ১৫ বছর এই মেয়াদ বাড়ানোর সুযোগ রাখা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের খালি জায়গায় নির্মিতব্য এই অত্যাধুনিক টার্মিনালে ডেনমার্কভিত্তিক প্রতিষ্ঠানটি ৫৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে। বিপুল পরিমাণের এই আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের ফলে চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে , দেশের অর্থনীতিতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং বৈশ্বিক উন্নত প্রযুক্তি স্থানান্তরের এক বিশাল সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা প্রকাশ করেন নৌপরিবহণ মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

ভূ-পর্যবেক্ষণ স্যাটেলাইট স্থাপনে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে চায় ফ্রান্স

বাংলাদেশের ভূ-পর্যবেক্ষণ স্যাটেলাইট প্রকল্পে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, প্রযুক্তি হস্তান্তর, প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা উন্নয়নে ফ্রান্স সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। এ কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জ্যা -মার্ক সেরে-শার্লে। এ সময় বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের দীর্ঘদিনের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করতে পরস্পরিক সহযোগিতা সম্প্রসারণে গুরুত্বারোপ করেছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম। সোমবার (১৩ জুলাই) সচিবালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জ্যা -মার্ক সেরে-শার্লে মন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এ বিষয়ে কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, কৃষি, ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ সংরক্ষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে ভূ -পর্যবেক্ষণ স্যাটেলাইট। দেশের প্রয়োজন বিবেচনায় সরকার একটি ভূ -পর্যবেক্ষণ স্যাটেলাইট স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই করছে এবং এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। ফকির মাহবুব আনাম বলেন, স্যাটেলাইট প্রযুক্তিতে ফ্রান্সের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। জ্ঞান , প্রযুক্তি ও দক্ষতা বিনিময়ের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে আমরা আশা করি।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

এইচএসসি নিয়ে আগের সিদ্ধান্তই বহাল, ব্যাখ্যা দিল আন্তঃশিক্ষা বোর্ড

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের ৫ জেলায় আগামী ১৬ জুলাই পর্যন্ত এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থগিত থাকবে। তবে , দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চলমান বন্যা , টানা অতিবর্ষণ ও জলাবদ্ধতার কারণে এরই মধ্যে সব জেলার পরীক্ষা স্থগিতের যে দাবি উঠেছে , তাতে সাড়া দেয়নি বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি। ফলে বাকি ৫৯ জেলায় পরীক্ষা চলবে। শিক্ষার্থী , অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট সবার অবগতির জন্য বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি সোমবার (১৩ জুলাই) রাতে একটি বিজ্ঞপ্তিতে ব্যাখ্যা দিয়েছে। আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সৈয়দ আক্তারুজ্জামন এতে সই করেছেন। এতে বলা হয়, চলমান এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে বিরূপ আবহাওয়ার মধ্যেও কেন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে - এ বিষয়ে অনেক শিক্ষার্থী , অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ীর উদ্বেগ ও প্রশ্ন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এ উদ্বেগকে আমরা আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করি এবং এ বিষয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সবার জ্ঞাতার্থে জানাতে চাই। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে , ২০২৬ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা দেশের সব শিক্ষা বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে ২৬৯৭টি কেন্দ্রে মোট ১২ লাখ ৭০ হাজার ৫৮৩ জন পরীক্ষার্থীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সব পরীক্ষা র্থী আমাদের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। অতিবৃষ্টিজনিত বন্যায় চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এবং পরীক্ষার্থীদের নিরাপদে কেন্দ্রে উপস্থিত হতে না

পারার কারণে শুধু চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা আগামী ১৬ জুলাই পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার বাস্তব পরিস্থিতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং জেলা প্রশাসকদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

কুতুবদিয়ায় ট্রলারডুবিতে ৪ জেলে নিহত

কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায় ট্রলার ডুবে নিখোঁজ পাঁচ জেলের মধ্যে চারজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবাব (১৩ জুলাই) সন্ধ্যা ৭টার দিকে কুতুবদিয়ার অমজাখালী ঘাট এলাকা থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। কুতুবদিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) ফারুক আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে , ভোর সাড়ে ৪টার দিকে কুতুবদিয়ার অদূরের গভীর সাগরে এ ট্রলারডুবির ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন - কুতুবদিয়া উপজেলার দক্ষিণ অমজাখালী এলাকার শামসুল আলমের ছেলে নাছির উদ্দিন (২০), আবুল কাশেমের ছেলে মো. করিম (২১), আব্দুল মাবুদের ছেলে আইয়ুব মনির (২০) এবং কুতুবদিয়ার আলী আকবর ডেইল হায়দারপাড়ার কামাল (৪৮)। তাদের সঙ্গে নিখোঁজ পেকুয়ার মগনামা ইউনিয়নের কাগপাড়ার নাছির উদ্দিনকে (২১) এখনো পাওয়া যায়নি। স্থানীয়দের বরাতে পুলিশ পরিদর্শক ফারুক আহমেদ জানান, রোববার (১২ জুলাই) সন্ধ্যায় স্থানীয় নুরুল আবছারের মালিকানাধীন একটি ট্রলার ১২ জন মাঝি-মাল্লা নিয়ে সাগরে মাছ ধরতে যায়। সোমবার ভোরে ট্রলারটি বৈরী আবহাওয়ার কবলে পড়ে ডুবে যায়। এসময় সাত জেলে নানাভাবে জীবিত উদ্ধার হলেও পাঁচজন নিখোঁজ ছিলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

অনলাইনে মাদক-বাণিজ্যের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড

ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে মাদকদ্রব্যের অবৈধ কেনা -বেচা, সরবরাহ ও প্রচারের সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড বা যে - কোনো মেয়াদের কারাদণ্ড এবং ২০ লাখ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান রেখে `মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) বিল-২০২৬, পাস হয়েছে। সোমবার (১৩ জুলাই) জাতীয় সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বিলটি পাসের জন্য সংসদে উত্থাপন করেন। পরে বিলের ওপর আনা জনমত যাচাই -বাছাই কমিটিতে প্রেরণ ও সংশোধনী প্রস্তাবগুলো নিষ্পত্তি শেষে কণ্ঠভোটে সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়। পাস হওয়া বিলের বিধান অনুযায়ী , যদি কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো সাইবার স্পেস , ডিজিটাল ডিভাইস , ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম , মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম , ইলেকট্রনিক যোগাযোগব্যবস্থা বা অন্য কোনো ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে মাদকদ্রব্য বা সাইকোঅ্যাক্টিভ সাবস্ট্যান্সের অবৈধ ক্রয় , বিক্রয়, সরবরাহ, প্রস্তাব, বিজ্ঞাপন, মধ্যস্থতা ও যোগাযোগ করেন বা করার চেষ্টা করেন, তবে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এছাড়া এ ধরনের অবৈধ কার্যক্রমে ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা , ই-ওয়ালেট, ভার্চুয়াল সম্পদ বা ক্রিপ্টোকারেন্সি (যেমন বিটকয়েন) ইত্যাদি ব্যবহার বা ব্যবহারের চেষ্টা করাও অপরাধের শামিল হবে। নতুন আইনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো , এই সাইবার অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীর কাছ থেকে সরাসরি মাদকদ্রব্য উদ্ধার হওয়া বাধ্যতামূলক হবে না ; ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ ও লেনদেনের ওপর ভিত্তি করেই বিচার করা যাবে। এই অপরাধের সাজা হিসেবে যে -কোনো মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড এবং অনূর্ধ্ব ২০ লাখ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। বিলের একটি ধারায় বলা হয়েছে , এ ধরনের অপরাধ যদি আন্তর্জাতিকভাবে বা কোনো সংঘবদ্ধ অপরাধচক্রের মাধ্যমে সংগঠিত অথবা পুনঃসংগঠিত হয় , তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যে -কোনো মেয়াদের কারাদণ্ডে অথবা অনূর্ধ্ব ৫০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এছাড়া অপরাধে ব্যবহৃত সাইবার স্পেস , ডিজিটাল ডিভাইস বা ডিজিটাল অ্যাকাউন্ট , ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা , ই-ওয়ালেট, ভার্চুয়াল সম্পদ বা ক্রিপ্টোকারেন্সি ইত্যাদি এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের বা ক্ষেত্রবিশেষে , মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের আদেশক্রমে ব্লক, অপসারণ, জব্দ, বাজেয়াপ্ত বা রাষ্ট্রের অনুকূলে ন্যস্ত করা যাবে। প্রযুক্তিনির্ভর এই অপরাধের বিস্তার রোধে নতুন বিধানের পাশাপাশি বিলে এখতিয়ারসম্পন্ন সাধারণ আদালতে বিচারের বিদ্যমান বিধান অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। একইসঙ্গে দেশের মাদক -সংক্রান্ত অপরাধপ্রবণ এলাকাগুলোতে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে পৃথক `মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল , প্রতিষ্ঠার বিধানটি পুনরায় সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া মাঠপর্যায়ে মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার করতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুকূলে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের প্রাধিকার এবং চোরাচালান ও মাদক চিহ্নিত করতে বিশেষ `ডগ স্কোয়াড, গঠনের আইনি বিধানও বিলে যুক্ত করা হয়েছে। বিলের ওপর আলোচনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, মাদক কেনা-বেচায় খোদ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো কোনো সদস্যের জড়িত থাকার অভিযোগ এসেছে। এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে কাউকে বিন্দুমাত্র ছাড় দেওয়া হচ্ছে না এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে এরই মধ্যে কঠোর প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

মাদক বহনকারীরাই ধরা পড়ে, কারবারিরা সংসদে যায়: রুমিন ফারহানা

মাদকদ্রব্য বহনকারীরাই মাদক মামলায় বারবার ধরা প ড়ে, কিন্তু মাদক কারবারি বা তাদের পরিবারের সদস্যরা সংসদে যায় বলে অভিযোগ করেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা। সোমবার (১৩ জুলাই) ত্রয়োদশ

জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ সংশোধন বিল -২০২৬ পাসের জন্য উত্থাপনের পর বিলটির ওপর জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে রুমিন ফারহানা এ অভিযোগ করেন। এ সময় ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। রুমিন ফারহানা বলেন , প্রতিদিন আমরা যে মামলাগুলো দেখি, সেখানে দেখা যায়, ক্যারিয়াররাই (বাহক) বারবার ধরা পড়ে । কিন্তু বদির মতো যারা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হিসেবে সব সরকারি দফতরের রিপোর্টে উঠে আসে , তারা সংসদে যায় , তারা যেতে না পারলে তাদের পরিবারের সদস্যরা সংসদে যায়। তিনি আরও বলেন , যতদিন পর্যন্ত না আমরা যারা সরাসরি মাদকের ব্যবসায় যুক্ত এবং যাদের হাত দিয়ে মাদক বাংলা দেশে প্রবেশ করে টেকনাফ দিয়ে , সেই মানুষগুলো, মূলহোতাদের ধরতে না পারবো, আমার মনে হয় না , কোনো আইন দিয়ে আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারবো। আইন যথেষ্ট শক্ত , মাত্র ২৫ গ্রামের ওপরে মাদক পেলেই যাবজীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হয়। কিন্তু তারপরেও কী করে লাখ লাখ পিস ইয়াবা কিংবা কয়েক কেজি হেরোইনসহ ক্যারিয়াররা যখন ধরা পড়ে , আমরা কিন্তু তার ওপরে আর উঠতে পারি না। এর আগে , গত মাসের ২৭ তারিখ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ অধিবেশনে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে সরকারি দল বিএনপির সংসদ সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছিলেন , আগে শুনতাম বদি। এখন তো বদি নাই , বদি তো বধ হয়ে গেছে। এখন ওইখানকার দায়িত্ব কে নিয়েছে ? বাড়ির আশপাশের লোক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তো চেনার কথা। এতদিন ওইদিক দিয়ে মাদক আসা বন্ধ হওয়া উচিত ছিল। আইন দিয়ে কোনো কিছু হয় না। আইন কার্যকরী করার জন্য সাহস লাগে, সৎ সাহস লাগে, ইচ্ছা লাগে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

মাদক পরিবহণে `অস্ত্রবাহী প্রটোকল গাড়ি, ব্যবহার করতেন তারা

ঢাকায় দুটি অভিযানে দুটি বিদেশি বন্দুক , একটি বিদেশি এলজি, ১৫ রাউন্ড লিড বল কার্তুজ, ১ হাজার ৭৫০ বোতল ভারতীয় এস্কাফ সিরাপ , ২ হাজার পিস ইয়াবা এবং মাদক পরিবহণে ব্যবহৃত একাধিক যানবাহনসহ সাতজনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। গ্রেফতাররা হলেন- মো. জয়নাল (৪২), মো. সামিউল হক (৪৩), নুর ইসলাম সুরুজ (৪৪), মো. হাফিজুর রহমান ওরফে লালমিয়া (৪৫), সোহান চৌধুরী (৩০), মো. রবিউল ইসলাম মুন্না (২৪) ও মো. কাশেম (৩৫)। পুলিশ বলছে, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নজর এড়াতে মাদক পরিবহণের সময় তারা অস্ত্রবাহী এসকর্ট গাড়ি ব্যবহার করতেন। সোমবার (১৩ জুলাই) বিকেলে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, সোমবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে ঢাকার দারুস সালাম থানাধীন গাবতলী ব্রিজ এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি বিশেষ চেকপোস্ট পরিচালনা করা হয়। এসময় অস্ত্র ও মাদক বহনকারী দুটি প্রাইভেটকার রাজধানীতে প্রবেশের চেষ্টা করলে একটি গাড়ির চালক পুলিশের সংকেত অমান্য করে ব্যারিকেড ভেঙে পালানোর চেষ্টা করে। পরে ধাওয়া করে মো . জয়নালকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার জয়নালের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গাড়ি তল্লাশি করে দুটি বিদেশি বন্দুক , একটি বিদেশি এলজি, ১৫ রাউন্ড লিড বল কার্তুজ এবং ১০০ বোতল ভারতীয় এস্কাফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়। একই সময় অপর একটি প্রাইভেটকার তল্লাশি করে আরও ৪৫০ বোতল এস্কাফ সিরাপ জব্দ করা হয়। অভিযান শেষে অস্ত্র ও মাদক পরিবহণে ব্যবহৃত দুটি প্রাইভেটকারও জব্দ করা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

স্বাস্থ্যখাতে আসছে একগুচ্ছ মেগা প্রকল্প : সংসদে মন্ত্রী

সরকার সাধারণ ও প্রান্তিক মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণে একগুচ্ছ মেগা প্রকল্প ও সংস্কার উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সরদার মো . সাখাওয়াত হোসেন। তিনি বলেন , এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নে চলতি অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতে রেকর্ড ৬৯ হাজার ৪০৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ খাতে বাজেট জিডিপির ৫ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনাও রয়েছে। সোমবার (১৩ জুলাই) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় ও প্রথম বাজেট অধিবেশনের ২৩তম দিনের প্রশ্নোত্তর পর্বে সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য সুলতানা আহমেদের প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান তিনি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন , ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট ও নীতিমালায় স্বাস্থ্যখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সরকারের লক্ষ্য চিকিৎসাব্যবস্থাকে `চিকিৎসা-কেন্দ্রিক, থেকে `প্রতিরোধ-কেন্দ্রিক, মডেলে রূপান্তর করা। নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আগামী পাঁচ বছরে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ ধাপে ধাপে জিডিপির ৫ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬ রিহাব)

রেডিও টুডে

আসুন, মিলেমিশে দেশের জন্য কাজ করি : প্রধানমন্ত্রী

দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন , "কয়দিন আগে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে মিলে এ দেশ থেকে স্বৈরাচার হটিয়েছি। এবার আসুন , সবাই মিলেমিশে দেশের জন্য কাজ করি। „ তিনি বলেন, "মুক্তিযুদ্ধ

যখন হয়েছিল, দল-মত নির্বিশেষে সকলে মিলে আমরা যুদ্ধ করে দেশ স্বা ধীন করেছিলাম। এইমাত্র কয়দিন আগের কথা, আমরা এই দেশ থেকে স্বৈরাচারকে বিদায় করেছি। সকল শ্রেণি -পেশা, সকল ধর্ম-মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণি - পেশার মানুষ রাজপথে নেমে এসে এই দেশটাকে হটিয়েছে। তার মানে আমরা সকলে মিলে যদি কাঁধে কাঁধ রেখে দেশের জন্য, মানুষের জন্য যদি ভালো কাজগুলো করি, তাহলে সকলে মিলে উপকৃত হবো। „ সোমবার বরিশালের ত্রিশ গোডাউন বধ্যভূমি এলাকায় সাগরদী খালের পাড়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধনের আগে প্রধানমন্ত্রী জনসাধারণের প্রতি এ আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী একটি নারিকেল গাছের চারা রোপণ করে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। বৃক্ষরোপণ শেষে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। পরিবেশ রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "পরিবেশ রক্ষা সরকারের একার দায়িত্ব নয় , সিটি করপোরেশনের একার দায়িত্ব নয়। আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আসুন , আজকে বৃক্ষরোপণের দিনে আমরা সকলে মিলে প্র তিশ্রুতিবদ্ধ হই- সকলে মিলে দেশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখব, ঠিক রাখব। এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।„ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, "আমরা প্রত্যেকে চেষ্টা করব আমাদের আশেপাশের এলাকা , আমাদের ঘরবাড়ির আশেপাশের এলাকা , আমাদের অফিস আদালতের আশেপাশের এলাকা , আমাদের স্কুল -কলেজের আশেপাশের এলাকা , আমাদের হাসপাতালের আশেপাশের এলাকাগুলো প্রত্যেকে আমরা চেষ্টা করব, সেখানের পরিবেশটা যাতে নষ্ট না হয়, পরিবেশটা যাতে সুন্দর থাকে, ভালো থাকে।„ ত্রিশ গোডাউনে সাগরদী খালের প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন , "সাগরদী খালটি এই এলাকার জন্য নিশ্চয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা খাল। এই খালটার যত্ন করাও কিন্তু শুধু সিটি করপোরেশনের একার দায়িত্ব না। এই খালটা যত্ন করা খালের দু ,পাশে যে-সকল মানুষ আছেন, তাদের সকলকে এই খালটার যত্ন করতে হবে। „ তিনি বলেন, "এই খালের পানির মধ্যে অনেক সময় অনেক প্লাস্টিকের বোতল , পলিথিনের কাগজ, টিস্যু পেপারসহ আরো বিভিন্ন জিনিস ভাসতে থাকে। অর্থাৎ আমরা যারা এখানে পার্কে আসি, হয়ত পানি খেলাম আর বোতলটা ফেলে দিলাম খালের মধ্যে। আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ থাকবে , এখানে আপনারা যারা উপস্থিত আছেন সকলের কাছে, আপনারা যখনই যার সাথে দেখা হবে- দয়া করে প্রত্যেককে বলবেন যে, খালের মধ্যে আমরা এগুলো ফেলবো না।„ সিটি করপোরেশনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন , "এখানে একটা ময়লা ফেলার বিন লাগানো আছে। সবাইকে আপনারা দয়া করে মাইকেও প্রচার করবেন, যারা এই খালের পাশে বসবেন, বিকেল বেলায় অনেকে বেড়াতে আসেন , তারা যেন বিনের মধ্যে ময়লা ফেলেন , খাল পরিষ্কার রাখতে হবে। „ (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬)

শিক্ষার্থীদের আবদারে গাড়ি থামালেন প্রধানমন্ত্রী, তুললেন সেলফি

বরিশালের গৌরনদীতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ শেষে বরিশালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পথে স্কুলশিক্ষার্থীদের আবদারে গাড়িবহর থামিয়ে তাদের সঙ্গে সেলফি তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং তাদের হাতে বিভিন্ন ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেন। সোমবার দুপুরে ঢাকা - বরিশাল মহাসড়কের বরিশালের সাতমাইল এলাকায় বরিশাল ক্যা ডেট কলেজ ক্যাম্পাস-সংলগ্ন শিশুনিকেতন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান , প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে একনজর দেখার জন্য শিশুনিকেতন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা মহাসড়কের পাশে অবস্থান নিয়েছিলেন। তাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা মাত্রই প্রধানমন্ত্রী প্রটোকল ভেঙে তার গাড়িবহর থামানোর নির্দেশ দেন। গাড়ি থেকে নেমে তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের অনুরোধে প্রধানমন্ত্রী নিজেই তাদের সঙ্গে সেলফি তোলেন। পরে তাদের হাতে বিভিন্ন ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেন। প্রধানমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়। তারা করতালির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান এবং স্মরণীয় মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেন। শিশুনিকেতন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, প্রধানমন্ত্রী আমাদের বিদ্যালয়ের সামনে গাড়িবহর থামিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন। তিনি তাদের সঙ্গে সেলফি তুলেছেন এবং ক্রীড়া সামগ্রী উপহার দিয়েছেন। এটি আমাদের বিদ্যালয়ের জন্য অত্যন্ত স্মরণীয় একটি মুহূর্ত।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬)

রোহিঙ্গা বিষয়ক জাতীয় কর্মকৌশল প্রণয়নে প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ১১ সদস্যের কমিটি

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আইন -শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সংস্থাগুলোর কার্যপরিধি নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ১১ সদস্যের `রোহিঙ্গা বিষয়ক জাতীয় কর্মকৌশল প্রণয়ন কমিটি, গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি গঠন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে রোববার একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করেন অতিরিক্ত সচিব মো . হুমায়ুন কবির। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী , প্রধানমন্ত্রী এই কমিটির স ভাপতি হিসেবে নেতৃত্ব দেবেন। সদস্য হিসেবে রয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী , পররাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের উপদেষ্টা। কমিটির `প্রধান সমন্বয়ক, হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে র প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার। সদস্যসচিব হিসেবে কাজ

করবেন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) মহাপরিচালক। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন পুলিশের আইজিপি, এনএসআইয়ের মহাপরিচালক, বিজিবির মহাপরিচালক এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালক। এছাড়া শরণার্থী ত্রা ণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনের কমিশনার, অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শকসহ পাঁচজন কর্মকর্তাকে কমিটির সহায়তাকারী হিসেবে রাখা হয়েছে। কমিটির কার্যপরিধিতে বলা হয়েছে, এটি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং বিভিন্ন সংস্থার ম ধ্যে কাজের তদারকিতে যুক্ত থাকবে। এ ছাড়া, এই কমিটি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাজের পরিধি ও ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করতে কাজ করবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬)

সরকারি কর্মকর্তাদের গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের মাসিক ব্যয় অর্ধেক করছেসরকার

ব্যয় সংকোচন নীতির আওতায় সরকারি কর্মকর্তাদের বিনা সুদে গাড়ির ঋণ স্থগিতের পর এবার রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কমাচ্ছে সরকার। এতে অর্ধেকে নামতে যাচ্ছে সরকারি কর্মকর্তাদের গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের মাসিক ব্যয়। এতদিন সরকারি কর্মকর্তারা গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণে মাসে ৫০ হাজার টাকা করে পেতেন। তবে ব্যয় সংকোচন নীতির আওতায় এর পরিমাণ কমিয়ে ২৫ হাজার টাকা করা হচ্ছে। সম্প্রতি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, যা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হচ্ছে। উপসচিব থেকে শুরু করে শীর্ষ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের গাড়ি কিনতে ৩০ লাখ টাকা সুদমুক্ত ঋণ দিয়ে আসছিল সরকার। ২০১৭ সালে শুরু হওয়া উদ্যোগটি গত বৃহস্পতিবার স্থগিত করা হয়েছে। সরকারের ব্যয় সংকোচন নীতির আওতায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে নতুন ভবন নির্মাণ, ভূমি অধিগ্রহণ এবং সরকারি অর্থে বিদেশ সফর ও প্রশিক্ষণে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬)

সৌদি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠক, হজ ফ্লাইটের কর কমানোর আহ্বান বিমানমন্ত্রীর

বাংলাদেশের হজযাত্রীদের ব্যয় কমাতে হজ ফ্লাইট-সংক্রান্ত কর ও চার্জ কমানোর আহ্বান জানিয়েছে সরকার। এ বিষয়ে সৌদি আরবের সহযোগিতা চেয়েছেন বেসামরি ক বিমান পরিবহণ ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম। সোমবার দুপুরে সচিবালয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে ঢাকায় নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ বিন জাফর বিন উবাইয়াহর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এ আহ্বান জানান মন্ত্রী। বৈঠকে বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার, বেসামরিক বিমান চলাচল, পর্যটন এবং হজ ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা হয়। মন্ত্রী আফরোজা খানম বলেন, বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক হজযাত্রীর সুবিধার কথা বিবেচনা করে সৌদি সরকারের আরোপিত হজ ফ্লাইট -সংক্রান্ত কর ও চার্জ কমানো হলে হজের ব্যয় কমবে। এ বিষয়ে সৌদি রাষ্ট্রদূতের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। জবাবে সৌদি রাষ্ট্রদূত বিষয়টি ইতিবাচকভাবে বিবেচনার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশি হজযাত্রীদের সেবার মান উন্নয়ন, সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং হজ ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতে সৌদি সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। বৈঠকে উভয় পক্ষ হজ ব্যবস্থাপনা, বিমান চলাচল ও পর্যটন খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও বাড়ানোর বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬)

বন্যাকবলিত ১১ জেলার চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের ছুটি বাতিল : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

বন্যাকবলিত ১১ জেলায় স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। সোমবার দুপুরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে বন্যাদুর্গত এলাকায় গৃহীত স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় তিনি বলেন, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, এখন পর্যন্ত ৯৫ জন সাপে কাটা রোগীকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। সাপের কামড় থেকে সুরক্ষার জন্য সব জায়গা য় অ্যান্টিভেনম পৌঁছানো হচ্ছে। তবে বন্যাকবলিত অঞ্চলে এখনও কলেরা আক্রান্তের খবর পাওয়া যায়নি। আদ্-দ্বীন হাসপাতাল নিয়ে এক প্রশ্নের জাবাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী হাসপাতালের অনেক কিছু সংস্কার করছে আদ্-দ্বীন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। পরবর্তী সময়ে হাসপাতাল পরিদর্শন করে নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৬)

২ কোটি টাকা চাঁদা দাবি, চট্টগ্রামে ইন্টারনেট প্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাঙচুর

চট্টগ্রাম নগরের চকবাজারে একটি ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছে মুখোশধারী সশস্ত্র ব্যক্তিরা। প্রতিষ্ঠানটির দাবি, প্রায় দুই কোটি টাকা চাঁদা দাবির জেরে এ হামলা চালানো হয়েছে। ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সোমবার সকালে চন্দনপুরা এক্সেস রোড এলাকায় অবস্থিত ডিজিটাল ডটনেট-এর কার্যালয়ে এ হামলার ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, প্রায় ৪০ জন মুখোশধারী ব্যক্তি সংঘবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠানটির কার্যালয়ে ঢুকে পড়ে। তাদের হাতে দেশীয় অস্ত্র ছিল। তারা অফিসের বিভিন্ন কক্ষে ভাঙচুর চালিয়ে কম্পিউটার, নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম, আসবাবপত্রসহ মূল্যবান যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ সময় কর্মীদের ভয়ভীতি দেখিয়ে

ঘটনাস্থল ত্যাগ করে হামলাকারীরা। প্রতিষ্ঠানটির দাবি, দীর্ঘদিন ধরে প্রায় দুই কোটি টাকা চাঁদা দাবি করা হচ্ছিল। সেই দাবি পূরণ না করায় পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালানো হয়েছে। তবে এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্বশীল কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে মন্তব্য করতে রাজি হননি। জানা গেছে, ঘটনার বিষয়ে থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। খবর পেয়ে চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের দক্ষিণ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার হাবিবুর রহমান এবং চকবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নুর হোসেন মামুন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনার পর ব্যবসায়ীদের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। স্থানীয়রা বলছেন, নগরের বাণিজ্যিক এলাকায় এমন প্রকাশ্য হামলার ঘটনায় সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। ওসি নুর হোসেন মামুন বলেন, ”হামলার ঘটনায় কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে পুলিশ ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে।„

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৭ আসাদ)

বরিশাল যাওয়ার পথে প্রধানমন্ত্রীর বহরে ইটের টুকরা নিক্ষেপ

বরিশাল সফরকালে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বহরের একটি গাড়ি লক্ষ্য করে ইটের টুকরা নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাদারীপুর অংশের সাধুরব্রিজ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো দুর্ঘটনা, নাকি নাশকতার চেষ্টা, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সোমবার সকালে সড়কপথে বাসে করে ঢাকা থেকে বরিশালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। প্রত্যক্ষদর্শী ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিও চিত্রে দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রী বাসের ভেতর দাঁড়িয়ে রাস্তার পাশে অপেক্ষমাণ জনতার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করছিলেন। এ সময় বহরের বাসের পেছনে থাকা তৃতীয় গাড়িটির সামনে হঠাৎ একটি ইটের টুকরা এসে পড়ে। এ ঘটনার ১ মিনিট ৪৯ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ফেসবুকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে দেখা যায়, মহাসড়কের দুই পাশে প্রচুর মানুষের ভিড় ছিল এবং প্রধানমন্ত্রী হাত নেড়ে তাদের অভিবাদনের জবাব দিচ্ছিলেন। এমন উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্যেই বহরের একটি গাড়িকে লক্ষ্য করে ঢিল ছোড়া হয়। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলেও পুলিশ বিষয়টিকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। এ বিষয়ে মাদারীপুরের পুলিশ সুপার হাবিবুর রহমান জানান, বহরের গাড়িতে একটি ইটের টুকরা পড়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। তবে এটি কি চলমান কোনো গাড়ির টায়ার থেকে ছিটকে এসেছে, নাকি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কেউ নিক্ষেপ করেছে, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। পুলিশ সুপার আরও বলেন, ”পুরো বিষয়টি আমরা তদন্ত করে দেখছি। এ নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার মতো কিছু নেই। প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটনে কাজ করছে পুলিশ।„ (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৭ আসাদ)

এইচএসসির পদার্থবিজ্ঞান প্রশ্নে ত্রুটি থাকলে পরীক্ষার্থীদের পূর্ণ নম্বর দেওয়া হবে

সোমবার অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষার পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের সৃজনশীল অংশের দুটি প্রশ্ন সম্পর্কে বিভিন্ন মাধ্যমে উত্থাপিত বিষয় সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দিয়েছে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কমিটি। কমিটি বলছে, পর্যালোচনায় পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের প্রশ্নে কোনো ত্রুটি প্রমাণিত হলে পরীক্ষার্থীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে প্রয়োজনে ওই দুটি প্রশ্নের জন্য ‵পূর্ণ নম্বর, দেওয়া হবে। সোমবার রাতে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কমিটির এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আজ অনুষ্ঠিত এইচএসসি ও সমমানের পদার্থবিজ্ঞান পরীক্ষার সৃজনশীল অংশের ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্ন সম্পর্কে বিভিন্ন মাধ্যমে উত্থাপিত বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড অবগত রয়েছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা শুরু করেছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কমিটি স্পষ্ট করেছে, পর্যালোচনায় যদি সংশ্লিষ্ট কোনো প্রশ্নে ত্রুটি বা অসঙ্গতি প্রমাণিত হয়, তবে প্রচলিত পরীক্ষা মূল্যায়ন নীতিমালা অনুযায়ী পরীক্ষার্থীদের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করা হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং প্রয়োজনে ওই প্রশ্ন দুটির জন্য পরীক্ষার্থীদের পূর্ণ নম্বর দেওয়া হবে। এ বিষয়ে কোনো ধরনের গুজব বা বিভ্রান্তিকর তথ্যে উদ্বিগ্ন না হতে পরীক্ষার্থী, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানিয়েছে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৭ আসাদ)

জাতীয় সংসদে ছয়টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন

জাতীয় সংসদে ছয়টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ (সোমবার, ১৩ জুলাই) প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা তারেক রহমানের সম্মতিক্রমে চিফ হুইপ মো. নূরুল ইসলাম মনি পৃথক পৃথকভাবে কমিটি গঠনের প্রস্তাব সংসদে উত্থাপন করেন। ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামালের সভাপতিত্বে কণ্ঠভোটে প্রস্তাবগুলো গৃহীত হয়। গঠিত কমিটিগুলোর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হয়েছেন কুমিল্লা-৬ আসনের বিএনপি সদস্য মো. মনিরুল হক চৌধুরী। শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হয়েছেন কুমিল্লা-৯ আসনের বিএনপি সদস্য মো. আবুল কালাম। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হয়েছেন সংরক্ষিত মহিলা আসন-২৭-এর বিএনপি সদস্য জহরত আদিব চৌধুরী। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনের বিএনপি সদস্য মো. খালেদ হোসেন মাহবুব। পানিসম্পদ

মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হয়েছেন রাজশাহী-৩ আসনের বিএনপি সদস্য মোহাম্মদ শফিকুল হক মিলন। এছাড়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হয়েছেন বরিশাল-৩ আসনের বিএনপি দলীয় সদস্য জয়নুল আবেদীন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৭ আসাদ)

শাহ্ আমানতে ৩ কোটি ৫৬ লাখ টাকার স্বর্ণসহ যাত্রী গ্রেফতার

চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দুবাই থেকে আসা এক যাত্রীর কাছ থেকে আনুমানিক ৩ কোটি ৫৬ লাখ টাকা মূল্যের ২ কেজি ১৬০ গ্রাম (২.১৬ কেজি) স্বর্ণালংকার ও গলিত স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যৌথ অভিযান চালিয়ে এই স্বর্ণ জব্দ করা হয়। গ্রেফতার হওয়া যাত্রীর নাম মোহাম্মদ শহীদুল আলম চৌধুরী। তিনি চট্টগ্রামের মিরসরাই এলাকার বাসিন্দা এবং তার পাসপোর্ট নম্বর- A13908810। বিমানবন্দর সূত্র জানায়, দুবাই থেকে আসা ফ্লাইদুবাইয়ের `এফজেড-৪৬৩, ফ্লাইটের ওই যাত্রী তার ব্যাগেজ নিয়ে কাস্টমস হলের গ্রিন চ্যানেল অতিক্রম করছিলেন। এসময় বিমানবন্দরে দায়িত্বরত গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআই এবং ডিজিএফআই-এর প্রতিনিধি দল গোপন তথ্যের ভিত্তিতে তাকে চ্যালেঞ্জ করে। পরে তাকে তল্লাশি করা হলে তার পায়জামার বেল্টের অংশ এবং আন্ডারওয়্যারের ভেতরে বিশেষ কায়দায় লুকিয়ে রাখা অবস্থায় এই বিপুল পরিমাণ স্বর্ণালংকার ও গলিত স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত ২.১৬ কেজি স্বর্ণের বর্তমান বাজার মূল্য আনুমানিক ৩ কোটি ৫৬ লাখ টাকা বলে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে। শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল জানান, উদ্ধারকৃত স্বর্ণের চালানটি বিমানবন্দর কাস্টমসের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। একই সাথে স্বর্ণ চোরাচালানে জড়িত থাকার অপরাধে আটককৃত যাত্রীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তিনি আরো জানান, যে-কোনো ধরনের বৈদেশিক মুদ্রা পাচার রোধ এবং স্বর্ণ চোরাচালান প্রতিরোধে বিমানবন্দর গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ, কাস্টমস ইন্টেলিজেন্স, বিমানবন্দর কাস্টমস এবং সর্বোপরি বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)-এর সর্বোচ্চ নজরদারি ও চিরুনি অভিযান অব্যাহত থাকবে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৭ আসাদ)

সংস্কৃতিমন্ত্রীর সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন। আজ সচিবালয়ে মন্ত্রীর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এ সাক্ষাৎকালে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতি রোমন্থন করেন। আজ মন্ত্রণালয়ের দপ্তরে দ্বিতীয়বারের মতো মিলিত হতে পেরে তিনি অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন। সাক্ষাৎকালে দুই দেশের মধ্যকার দীর্ঘস্থায়ী দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি এবং সমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত মেলবন্ধন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ করে বাংলাদেশে ঐতিহাসিক স্থাপনা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে যুক্তরাষ্ট্রের `অ্যাম্বাসেডরস ফান্ড ফর কালচারাল প্রিজারভেশন (এএফসিপি),- এর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়। রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টেনসেন জানান, বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে নতুন করে ২ লাখ ৩৫ হাজার মার্কিন ডলারের অনুদান দেওয়া হয়েছে। এই সর্বশেষ অনুদানের মধ্যদিয়ে গত ২৫ বছরে বাংলাদেশে এএফসিপি-এর অধীনে মোট ১৩টি প্রকল্পে ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৩.০৭.২০২৭ আসাদ)

BBC

AT LEAST 28 KILLED, 25 CRITICALLY INJURED AFTER FIRE ENGULFS BANGKOK BAR

A huge fire tore through a bar in Bangkok late on Sunday, killing at least 28 people and leaving 25 critically injured. The blaze started near the stage of the bar in the popular Chatuchak district, then spread rapidly, cutting power and engulfing the room with smoke, eyewitnesses say. Footage posted online show panicked customers screaming as they fled - some with their clothes on fire - through the flame-enveloped front door of Rong Beer Na Lat Phrao. Firefighters, who arrived at the scene just after midnight, quickly extinguished the fire. They found the bodies of most of the victims in a bathroom, where they had apparently sought shelter. Preliminary investigation by Bangkok's disaster mitigation department suggest the fire could have been caused by an electrical short circuit in an air conditioner, though no official cause has been given. (BBC News Web Page: 13/07/26, FARUK)

PETROL AND DIESEL PRICES CREEPING UP AGAIN

Earlier, the EU's energy task force said there is "no immediate security of supply concern" over oil and gas this winter. But, the UK's Royal Automobile Club (RAC) have released some new figures this morning showing that prices at the pumps in the UK are climbing following a resumption of attacks between the US and Iran. The average price of a litre of petrol had

reached a high of 159.53p in May during the conflict, but had fallen back since by 9p to 150.59p at the beginning of last week. Over the weekend it's crept up to 151.19p. Diesel, which had hit 191.54p a litre in April, had dropped 27p to 164.52p before climbing to 164.85p on Monday. At the start of the conflict, petrol had been 132.83p a litre on average, and diesel 142.38p. (BBC News Web Page: 13/07/26, FARUK)

JET FUEL SUPPLY IS STABLE DESPITE VOLATILE SITUATION: EU

Fewer ships transiting the Strait of Hormuz - a key supply route for imports into Europe - had raised fears of jet fuel shortages. In a statement released on Sunday following a meeting on Friday, the European Union's energy task force has quelled those concerns. The task force says the supply of jet fuel "remains overall stable so far" despite the "volatile" situation in the Middle East. It also says there is "no immediate security of supply concern" over oil and gas this winter. Gas prices are still above pre-conflict levels, although "volatility has remained relatively low and prices are significantly lower than levels seen in the 2022 energy crisis," it adds. (BBC News Web Page: 13/07/26, FARUK)

STRAIT IS A HIGH-RISK ZONE: IRAN EMBASSY IN UK

Iran has established a temporary safe maritime corridor "free of technical and military barriers" in compliance with the Islamabad memorandum of understanding, the country's embassy in the UK has said. In a post on X, the embassy claims the Strait of Hormuz has turned into a "high-risk zone" for maritime traffic due to US military aggression. It also accuses the US of pushing vessels toward a "dangerous southern parallel route", referring to the Joint Maritime Information Center advising ships to take a route through Omani waters in the south of the strait. The route is described by the embassy as being "unsafe, unreliable, and prone to accidents". (BBC News Web Page: 13/07/26, FARUK)

UK, FRANCE AND GERMANY CONDEMN 'RECKLESS ATTACKS' ON SHIPS: JOINT STATEMENT

The UK, France and Germany have condemned Iran's "reckless attacks" on vessels in the Strait of Hormuz and in Bahrain, Oman and Jordan. In a joint statement issued last night, before the latest round of overnight attacks, the E3 group called for the "swift and full" resumption of shipping in the strait. The US military said it carried out a wave of strikes in response to Iranian attacks on commercial ships in the vital waterway. Iran said it retaliated with strikes on US military bases in Kuwait, Jordan and Bahrain.
(BBC News Web Page: 13/07/26, FARUK)

'ABSOLUTELY UNTRUE': IRAN DISPUTE TRUMP'S 'NO NUCLEAR' DEAL

On Sunday, President Donald Trump told NBC Iran had agreed to a deal with the US during talks over the weekend. He said: "They agreed to a deal yesterday, a perfect deal for us. No nuclear, no this, no that, no nothing. They gave up everything." On Monday, Iran's foreign ministry spokesman called Trump's comments "absolutely untrue". Esmail Baghaei says no topic other than the Strait of Hormuz was discussed during a meeting between the two countries in Oman on Saturday. Mediators are continuing their efforts in negotiations between the US and Iran, he adds. (BBC News Web Page: 13/07/26, FARUK)

UN CHIEF WARNS OF 'CATASTROPHIC CONSEQUENCES'

The UN secretary-general said on Sunday he was "deeply concerned" by the renewed military confrontations in the Gulf region, urging all parties to exercise"maximum constraint". In the statement, made before a further set of US strikes overnight on Sunday, Antonio Guterres warned that a return to full-scale hostilities would have"catastrophic consequences". He also called for the restoration of "full freedom of navigation" in the Strait of Hormuz. The secretary-general's comments were criticized by Iranian Foreign Ministry spokesman Esmail Baghaei, who said on Sunday that Iran's strikes on US bases in the region were a "legitimate and lawful exercise of its inherent right to self-defence under international law". He also called on Guterres to urge the countries in the region to stop allowing the US to use their territories "as launchpads for aggression against Iran".
(BBC News Web Page: 13/07/26, FARUK)

WILDFIRE RAGING SOUTH OF PARIS COULD HAVE BEEN SET DELIBERATELY: MINISTER

The battle by firefighters in France to bring under control a large wildfire raging in forests south of the country's capital is entering its second day. The Fontainebleau forest blaze, described by officials as "virulent" and of "exceptional scale", partially closed the country's

main north-south highway. Interior minister Laurent Nunez has indicated the blaze may have been deliberately set, after officials said the fire had raced across 800 hectares in the forest about 40 miles south-east of Paris. The Paris region is suffering through its third heatwave this year during a summer in which temperature records have been broken in several countries across Europe. It is the first time firefighting planes had been sent up from the normally drier and hotter south of the country to tackle fires in the Paris really, Eric Brocardi, of France's national federation of firefighters, said. Two firefighting helicopters and an observation aircraft had also been deployed, he added, according to French news agency Agence France-Presse. (BBC News Web Page: 13/07/26, FARUK)

SOUTH AFRICA SAYS MORE THAN 53,000 FOREIGNERS DEPORTED IN MIGRATION CAMPAIGN

The South African government says more than 53,000 foreign nationals have been deported or repatriated since launching a "migration management" campaign five weeks ago. Most were from Malawi, Zimbabwe, and Mozambique, officials say, and the number is likely to rise as repatriations and deportations continue. South Africa is carrying out one of its biggest crackdowns on undocumented migrants in years, following weeks of anti-immigration protests that have seen violence, intimidation and looting. Protesters have been demanding tighter border controls and mass deportations, accusing migrants of contributing to high unemployment, rising crime rates and collapse of public services. The UN has warned against using migrants as scapegoats for South Africa's socioeconomic challenges. Anti-migrant activists have threatened to stage weekly protests to pressure the government until their demands are met, and there are fears the protests could turn violent.
(BBC News Web Page: 13/07/26, FARUK)

SUDAN'S PARAMILITARY RSF CHIEF SENTENCED TO DEATH OVER WAR CRIMES

A Sudanese court has sentenced the leader of the paramilitary Rapid Support Forces (RSF), Mohamed Hamdan Dagalo to death for war crimes, crimes against humanity and genocide over atrocities committed in the West Darfur region. The court in Port Sudan, an area under the control of the army, convicted Dagalo - known as Hemedti - in absentia, along with 15 other senior RSF members, who were given the same sentence. The RSF has not commented on the verdict, but previously rejected accusations of war crimes during the conflict. The trial centred on alleged atrocities committed in the regional capital el-Geneina, including the June 2023 killing of the state governor, Khamis Abbakar. The court also found the 16 defendants guilty of orchestrating attacks on civilians, widespread destruction and looting of property, and the targeting of schools, places of worship and residential neighbourhoods. Among those sentenced were Hemedti's brother and deputy, Abdelrahim Hamdan Dagalo, another brother, Al-Qoni Hamdan Dagalo, and the RSF's West Darfur commander, Abdul Rahman Juma Barkallah. (BBC News Web Page: 13/07/26, FARUK)

HEAVY RAINS AND FLASH FLOODS IN BANGLADESH LEAVE 51 DEAD

At least 51 people have died and more than a million affected by heavy rainfall in Bangladesh in recent days. Thousands have lost their homes as flash floods and landslides hit large parts of the country, including the capital Dhaka. More than half the deaths so far have occurred in Cox's Bazar, home to a large Rohingya refugee population. Last week several students and a teacher were killed in that district when floodwaters swept through their school. Bangladesh is a low-lying country that has many rivers, and often sees heavy rain and floods during its annual monsoon season. But experts warn that climate change has made rainfall more intense and more frequent. The heavy rain began more than a week ago and as it intensified in recent days, authorities issued warnings about floods and landslides, evacuated families in high risk areas, and postponed student exams. Thousands of people are now living in government shelters. As of Sunday, more than 1 million people have been affected by the rain, according to authorities. Twenty-eight out of the 51 deaths reported so far have been in Cox's Bazar. The district is home to more than a million Rohingya who make up the world's largest refugee settlement. In Dhaka, traffic has slowed in the capital as residents report of flooded streets, with the water rising up to knee level in some areas, according to BBC Bangla. Some local media outlets on Monday questioned previous governments efforts to fix the drainage systems in Dhaka. Sarder Udoy Raihan of the Flood Forecasting and Warning Centre told the AFP news agency that the situation in the southeast of the country was likely to improve soon. But with the monsoon continuing to

affect the northeastern and northern parts of Bangladesh, "there is a possibility of further inundation", he warned. (BBC News Web Page: 13/07/26, FARUK)

:: THE END ::